তুমি আর আমি

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোং
কলিকাতা

ভূমিকা

এই নাটকখানি আমি লিখেছি কিছুদিন আগে, এবং অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী বন্ধুবর সমরঘোষ এই গল্পটি আমাকে বলেন, এবং এটিকে নাটক কর্‌বার জন্য অনুরোধ করেন। ফলে মাধ্য সাপ্তাহিক অভিনয়ের জন্য নাটকখানি আমি লিখতে বাধ্য হই। নানা কারণে নাটকখানি একটু বিলম্বে মঞ্চস্থ হয়েছে, যাই হোক—অন্ততঃ মঞ্চস্থ হয়েছে এই সান্ত্বনা।

এর গল্পের মধ্যে যেটুকু অবাস্তবতা ও চরিত্র-চিত্রণে যেটুকু অতিরঞ্জন আছে, সেটুকু এই বলে স্নেহের চোখে দেখতে হবে—যে হাসির নাটকে সেটুকু না থাক্‌লে চলে না। জোরালো গল্পের অভাব অনেকেই হয়ত এই নাটকে অনুভব কর্‌বেন। তাঁদেরও জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, যে কেবলমাত্র গল্প বল্‌বার জন্যই এই নাটক আমি রচনা করিনি, প্রতিটি দৃশ্যই স্বতন্ত্র ভাবে যাতে রসসৃষ্টিতে সক্ষম হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখেছি।

নাটকখানি মঞ্চস্থ কর্‌বার পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সমর ঘোষ, যথাক্রমে প্রয়োজনা, পরিচালনা ও নৃত্য পরিকল্পনার জন্য যে পরিশ্রম করেছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। বিশেষ ক'রে দুর্গাদা' প্রতিটি মহলায় উপস্থিত থেকে নট-নটিদের অভিনয় শিক্ষা দিতে যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, তা আমার প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহেরই নিদর্শন। ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে আমি ছোট কর্‌তে চাই না।

বাইরে যাঁরা এই নাটক অভিনয় কর্‌বেন, তাঁরা প্রথম দৃশ্যে সমীর ও মেয়েদের নাচ বাদ দিয়ে সেখানে গানটি গাওয়াবেন এবং সমবেত চীৎকার

ও মেয়েদের লম্ফঝম্ফের মধ্যে আন্টিকে প্রবেশ করাবেন। মাঝের দৃশ্যেও নাচ বাদ দেবেন, শুধু শেষ দৃশ্যে অভিনয়াংশে রাজার সম্মুখে অলকানন্দাকে একবার নাচাতেই হবে, অন্যান্য নাচগুলি বাদ দিয়ে স্থান কথা কালোপযোগী দিয়ে পূরণ ক'রে নিলেই চল্‌বে।

আরও একটি প্রধান কথা। এই নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের অনেকদিন আগে প্রখ্যাত সুরশিল্পী ও সুগায়ক বন্ধুবর অনিল ভট্টাচার্য্য ও আমার লিখিত 'অতি আধুনিক' নামক নাটকখানির কয়েকটি চরিত্রের ছায়াপাত হয়েছে। এর জন্য অনিলদার কাছে আমি আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

১৭, বোসপাড়া লেন
কলিকাতা

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত সমর ঘোষ

ও

শ্রীমতী অরুণা দাসকে

বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ এই নাটকখানি দিলাম।

বিধায়ক

স্বীকারোক্তি

নাটকের গল্পটি বলে দিয়েছেন	...	শ্রীযুক্ত সমর ঘোষ
,, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের ইঙ্গিত দিয়েছেন	...	শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
,, গান লিখে দিয়েছেন	...	শ্রীযুক্ত শৈলেন রায়
,, সুর দিয়েছেন	...	শ্রীযুক্ত নিতাই মতিলাল
,, নাচ দিয়েছেন	...	"শ্যামসুন্দর"
,, পরিচালনা করেছেন	...	শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রযোজনা করেছেন	..	শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র
,, পটভূমিকা পরিকল্পনা ও অঙ্কন করেছেন	...	শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র দাস

এঁদের সকলকেই আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১৭, বোসপাড়া লেন, শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য
কলিকাতা
২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

—ভূমিকাবলী—

প্রমত্ত	...	ডলির অশিক্ষিত স্বামী, (৩য় দৃশ্যে চণ্ডকৌশিক)
শতদল	...	সবুজ সমাজের ডাইরেক্টর („ „ অরূপ)
মলয়	...	„ „ মিউজিক ডাইরেক্টর
সমীর	...	„ „ ডান্স ডাইরেক্টর
বিজয়	...	„ „ আর্টিষ্ট
কেতন	...	„ „ আর্টিষ্ট (৩য় দৃশ্যে উগ্রসেন)
শিবশঙ্কর	...	ন্যান্সির দাদু
অনন্ত	...	দর্শক
বিতান	...	অথার
বল্কল	...	প্রম্পটার
উড়ে ঠাকুর	...	লেডিজ হষ্টেলের ঠাকুর
সৌম্য	...	লীলাবতীপুরের মন্দির পুরোহিত
রাজ সচিব	...	„ রাজার সচিব
গ্রামবাসিগণ		

আন্টি :—		লেডিজ হষ্টেলের লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
কিটি :—	}	ছাত্রীগণ ... পরে...অলকানন্দা
মিলি :—	}	
রিণা :—	}	... „ অনুশিলা
ডলি	... ...	প্রমত্তের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী
ন্যান্সি	... ...	শিবশঙ্করের নাতনী
হষ্টেলের অন্যান্য মেয়েরা	...	পরে দেবদাসীগণ

চরিত্র ও রূপশিল্পী

প্রমত্ত ও চণ্ডকৌশিক—	শ্রীযুক্ত	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজয়—	„	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
কেতন—	„	সত্য মুখোপাধ্যায়
শতদল ও অরূপ—	„	নীতীশ মুখোপাধ্যায়
সমীর—	„	সমর ঘোষ
মলয়—	„	দেবী চক্রবর্ত্তী
শিবশঙ্কর ও উগ্রসেন	„	জীতেন গাঙ্গুলী
অনন্ত—	„	কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বিতান—	„	উমাপদ দাস
উড়ে ঠাকুর—	„	শৈলেন বোস
সৌম্য—	„	সুধাংশু মিত্র
রাজ সচিব—	„	সহদেব গাঙ্গুলী
কানাই—	„	শ্রীমতী রেখা দত্ত
গ্রামবাসীগণ—	„	বীরেন দাস, প্রভাত দাস, মাষ্টার নেপালচন্দ্র বসু, সুধীর বসু, ভুবনেন্দু নিয়োগী, উপেন্দ্র রায় ও শেখ লতিফ

আন্টি—	শ্রীমতী গিরীবালা
কিটি ও অলকানন্দা—	„ অরুণা দাস
মিলি—	„ পদ্মাবতী
ডলি—	„ রেণুকা রায়, পরে শ্রীমতী ছায়া দেবী
রিণা—	„ অঞ্জলী রায়
স্যালি—	„ রমা ব্যানার্জ্জী
অনুশীলা—	„ বেলারাণী (ছোট)

হোষ্টেলের মেয়েরা ও দেবদাসীগণ :—বেলারাণী, স্নেহ ব্যানার্জ্জী, রমা ব্যানার্জ্জী, আশা, বীণা প্রভৃতি

তুমি আর আমি

—আগে—

এক

লেডিজ হোষ্টেলের হল। মিলি একা একা বসিয়া একটি বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাইতেছিল। রাত্রি ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। কিটি দ্রুতপদে প্রবেশ করিল এবং মিলির হাত হইতে ম্যাগাজিন খানি কাড়িয়া লইল

কিটি। খেতে যাবিনে?

মিলি। নাঃ।

কিটি। কেনরে? কী হ'ল তোর?

মিলি। ভাল লাগেনা আর এভাবে একা একা সময় কাটাতে। একঘেয়ে, রুটিন বাঁধা জীবন! নো জয়, নো থ্রিল···Rotten!

কিটি। বিয়ে কর্ !

মিলি। ঐটিই বাকী আছে।

কিটী। ও ! তাহ'লে ভাবছিস বিয়ে সম্বন্ধে ?

মিলি। আমার ভাবার দরকার নেই, বাবা মা ভাবছেন।

কিটি। আমারও তাই।

মিলি। সকলেরই তাই

কিটি। আমরা যেন সমাজের দামী দলিল, খুব যত্ন ক'রে তালা চাবি দিয়ে আমাদের বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে।

মিলি। যা বলেছিস ! নিজেকে নিয়ে যে একটু আনন্দ করবো, তারও সুবিধে নেই।

কিটি। তবু যা হোক্ সবুজ সমাজের প্লেটা আসছে, তাতেই দু-একটা দিন মুক্তি পাওয়া যাবে। কি বল্ ?

মিলি। হ্যাঁ। কিন্তু আজ একটা Chance গেল

কিটি। কী রকম ?

মিলি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আজ গেছেন—তাঁর বোনঝির বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে। বলে গেছেন রাত্তিরে ফিরতে পারবেননা। আমরা যেন শান্ত শিষ্ট মেয়ের মত থাকি—কোন গোলমাল না করি।

কিটি। হুর্‌রে ! আণ্টি আজ নেই হোষ্টেলে ! এতক্ষণ সে কথা বলিসনি কেন ?

মিলি। বললেই বা কী সুবিধে হতো ?

কিটি। অসুবিধেই বা কী হতো ? রিহারস্থালে সমীরদাকে আটকে রাখতুম।

মিলি। যদি রাখতে পারতিস, তাহ'লে বড্ড ভাল হ'ত ভাই ! আজ সারাটা রাত নেচে আর গান গেয়ে কাটিয়ে দিতুম।

কিটি। সমীরদাকে একটা ফোন ক'রে দেব ?

মিলি। না ভাই, ও রিস্কে কাজ নেই। দরোয়ান ব্যাটার যা কুচুটে বুদ্ধি, হয়ত আন্টিকে বলে দেবে।

কিটি। ঠিক। ওঃ! ঈশ্বর পৃথিবী থেকে দরোয়ান নিপাত করো!

মিলি। যা বলেছিস্!

কিটি। মরুকগে যাক্! জীবনের সব রাত্রিই যেমন ব্যর্থ হচ্ছে, আজকের রাত্রিও না হয় তাই হবে। তুই গান গা। সেই গানটা জীবন খাতার পাতা থেকে।

মিলি। আর জীবনখাতা! প্রাণের সঙ্গে দেখা নেই, শুধু গান দিয়ে নিজেকে আর কত ভোলাব! যাক্ গানই গাই—শোন।

গান

জীবনখাতার পাতা থেকে—
একটা পাতা যাক্ না উড়ে।
ঝোড়ো হাওয়ার নাচের তালে
ঝরা পাতার মতন ঘুরে।
আগুন ভরা ফাগুন দিনে—

গানের মাঝখানে ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল রিণা আনন্দ তাহার মুখে চোখে উপচাইয়া পড়িতেছিল। সে আসিয়া মিলির কাণে কাণে কী কহিল। মিলি চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল

মিলি। যাঃ! সত্যি বলছিস্!

রিণা। হ্যাঁরে!

কিটি। কী হয়েছে ভাই! আমায় বলবিনে?

মিলি। ভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন কিটি! সুবিখ্যাত নৃত্য শিল্পী সমীর বোস আজ সানির হাতে বন্দী। বাগানে সানির সঙ্গে হাওয়া খাচ্ছিলেন, ৯টা বেজে গেছে খেয়াল নেই। গেট বন্ধ হয়ে গেছে।

কিটি। হুর্‌রে!

মিলি। রিণা, বন্দীকে এখানে এনে হাজির করো। তাকে আজ শাস্তি নিতে হবে।

রিণা। O. K.

চলিয়া গেল এবং একটু পরেই সমীরকে আনিয়া হাজির করিল

সমীর। ব্যাপার কী?

কিটি। অপরাধ করেছেন, শাস্তি নিতে হবে।

সমীর। শাস্তিটা তাহ'লে চটপট্ দিয়ে ফেলো দেবী! কারণ আমায় এখনি যেতে হবে।

মিলি। কলা! গেট বন্ধ হ'য়ে গেছে সে খেয়াল আছে?

সমীর। এঁ্যা!

মিলি। হ্যাঁ।

সমীর। One night in Ladies hostel? সে যে ভয়ানক কথারে বাবা!

মিলি। কিছু ভয়ানক কথা নয়। আন্টি গেছেন তাঁর বোনঝির বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে—রাত্তিরে আসবেননা। অতএব আমরা রাত্তির জাগবো!

সমীর। কিন্তু আন্টি নেই বলে—সেই আনন্দে তোমরা রাত্তির জাগবে?

মিলি। হ্যাঁ।

সমীর। তা' আমায় কী করতে হবে?

কিটি। নাচতে হবে।

সমীর। সারা রাত্তির ধরে আমায় নাচাবে? কিন্তু কাজটা কি খুব ভাল হবে? মানে—পাদুটোত আমার রক্তমাংসের?

কিটি। আমরাও নাচবো যে!

সমীর। ও! দুঃখটাকে ভাগ ক'রে নেবে? বেশ, surrender করা ছাড়া আর যখন কোন উপায় নেই, তখন surrender করলাম।

কিটি। Thats like a good boy.

সমীর। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে বিকেল বেলায় রিহারস্তালে অত নাচ নেচেও তোমাদের আশা মিটলোনা? আচ্ছা, আন্টি যদি হঠাৎ এসে দেখেন যে রাত্রি সাড়ে নটার পরেও তোমরা জেগে আছো—আর তোমাদের ঘরের মধ্যে একটি যুবক, এবং তাকে নিয়ে তোমরা মাতামাতি মানে নাচানাচি করছো—তাহলে কী হবে?

মিলি। কিচ্ছু হবেনা। এক সঙ্গে সকলের ফাঁসীর অর্ডার হ'য়ে যাবে। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকুন—আন্টি আজ আর আসছেনা। যা হবেনা, হতে পারেনা, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ঠাকুর! ঠাকুর!

নেপথ্যে। যাউচি মিসি বাবা!

সমীর। ঠাকুর! ঠাকুর কী হবে? সেও নাচবে নাকি?

মিলি। পাগল নাকি? ঠাকুর নাচবে কি! ঠাকুর যাবে বাজারে কিছু মাংস আনতে। নাচবো ট্যাপ্ আর খাবো পুঁইডগা-কুচোচিংড়ী এ কিছুতেই হতে পারেনা। বিলিতী নাচের বিলিতী খানা। যার যা। ঠাকুর! ঠাকুর! ও ঠাকুর!

উড়ে ঠাকুরের প্রবেশ

মিলি। ঠাকুর! লক্ষ্মী মাণিক আমার। তোমায় একটা কাজ করতে হবে।

ঠাকুর। ইয়ে—এত্ত রত্তেড়ে কোঁড় কাম অছি বপা,—মু পরিবি ন্হেই।

মিলি। কাজটা ভীষণ দরকারী যে! করতেই হবে। আহা! জানেন সমীরবাবু, আমাদের এই ঠাকুরটি যে কী ভাল, সে মুখে বলে বোঝাতে পারবোনা। আমাদের জন্যে প্রাণ দিতে পারে।

সমীর। তাই নাকি! ঠাকুরও প্রাণ দিতে পারে?

মিলি। হ্যাঁ। আর কী রকম বাধ্য। যখন যা বলি, তক্ষুনি সে কাজ ক'রে দেয়। রাত তিনটের সময়ও যদি বলি—"ঠাকুর ওঠতো, পার্কের মাঠে একটু হাওয়া খেয়ে এসতো বাবা! এক সেকেণ্ড দেরী করবেনা। তক্ষুনি হাওয়া খেতে চলে যাবে। ওর হাতের রান্না খাবার সময় রোজ দুবেলা আনন্দে আমাদের চোখ দিয়ে জল পড়ে। আহা! এমন মানুষ আর হয়না। কাজটা বড্ড দরকারী যে ঠাকুর!

ঠাকুর। কুও! কোঁড় কাম অছি। চঞ্চড় কুও।

মিলি। এই নাও পাঁচ টাকার নোট। একটা টাকা তুমি নিও, আর বাকী টাকাটা দিয়ে আমাদের সকলের জন্য কিছু রান্না মাংস কিনে নিয়ে এসো—কেমন ?

ঠাকুর। এত রস্তেড়ে মান্সো কোউটি পাইব ?

মিলি। পাবে পাবে ঠাকুর, খুব পাবে। কোলকাতা সহরে পয়সা দিলে বাঘের চোখ পাওয়া যায়—আর পাঁঠার মাংস পাওয়া যাবেনা ? মনে নেই, তুমিই তো একদিন রাত্রি ১ টার সময় এক পয়সার ইসপ্‌গুল্‌ এনে দিয়েছিলে! মনে নেই ?

ঠাকুর। হঁ হঁ মনর অছি।

মিলি। (হাসিয়া) তবে ? তুমিই আনো আবার তুমিই ভুল করো। যাও! আর দেখ, এই যে বাবুটিকে দেখছো, ইনি আমার মাসতুতো ভাই। আমরা আজ এঁর কাছে নাচ শিখবো। (নিম্নকণ্ঠে) আণ্টিকে যেন এঁর কথা বলে টলে দিওনা বাপু! আর দরোয়ানকেও বোলোনা—বুঝেছ ?

ঠাকুর। হ হ সে মু বুঝচন্তি!

হাসিয়া প্রস্থান করিল। এই কথাবার্ত্তার মধ্যে হোষ্টেলের অন্যান্য মেয়েরাও ঘরে ঢুকিতেছিল

কিটি। মিলি ready হ'য়ে নে!

মিলি। না, বাবা, গেলবার একদিন নেচেই আমাকে আর্ণিকা থার্টি খেতে হয়েছিল। মা আমায় নাচতে বারণ ক'রেছে!

কিটি। এবার না হয় টু হান্‌ড্রেড খাবি!

মিলি। লাখ খেলেও না।

সমীর start দিয়া নিজে নাচিতে আরম্ভ করিল। উল্লাসের নৃত্য। একদিকে কিটি, মাঝখানে সমীর, আর একদিকে মিলি। একটা নাচ শেষ হইয়া আর একটা নাচ আরম্ভ হইল। যখন ইহাদের নৃত্য উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে তখন হঠাৎ বাহির হইতে তীব্র কণ্ঠে আওয়াজ আসিল

নেপথ্যে। কী আরম্ভ করেছ তোমরা? মিলি!

মুহূর্ত্ত মধ্যে নাচ ও সঙ্গীত স্তব্ধ হইয়া গেল। মেয়েরা কেহ টেবিলের নীচে, খাটের নীচে—বাথরুমে ঢুকিয়া পড়িল। ঘর একেবারে ফাঁকা হইয়া গেল। দাঁড়াইয়া রহিল সমীর—কিটি ও মিলি; তাহাদের মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে

নেপথ্যে। কিটি আমার ঘরে এস।

মিলি। যাচ্ছি আন্টি! (নিম্নকণ্ঠে) সর্ব্বনাশ! কী হবে সমীর বাবু, আন্টি এসে পড়েছেন।

সমীর। রিভলভার আছে রিভলভার? নেই! তবে পটাসিয়াম সায়নায়েড, কার্ব্বলিক এ্যাসিড, আফিং কি টিঞ্চার আইডিন যা হোক কিছু একটা দিয়ে আমায় বাঁচাও!

মিলি। সে সব কিছুই নেই যে!

সমীর। কিছুই নেই! তবে এক গ্লাস জল দাও!

মিলি। কিটি!

কিটি। আমি এখন বেরোতে পারবো না বাপু! আন্টি তোমায় ডেকে গেছেন, এখুনি যাও, নইলে কেলেঙ্কারী হবে!

মিলি। আর কেলেঙ্কারী (সমীরকে) আপনি একটু—কি করবেন? বসুন! কিটি, তুই আয়না ভাই আমার সঙ্গে—আমি যে—

সমীর। এতগুলো মেয়ে এখানে থাকো, অথচ আত্মহত্যা করবার কোন সুবিধে ক'রে রাখোনি! ন্যুসেন্স!

নিজের গলা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল
এবং তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল

সমীর। ওরে বাবারে! লাগছে। নাঃ, এভাবে হবে না। কি করি?

এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল

কিটি। যা করবেন রিণার ঘরে গিয়ে করুন গে। বলি এলো যে!

রিণা। গেছিরে বাবা! আসুন—hurry up.

সমীর ও রিণার প্রস্থান

আন্টির প্রবেশ। রাশভারী চেহারা, বয়স বছর চল্লিশ

আন্টি। কী ভেবেছ তোমরা? যেই বলেছি আজ রাত্তিরে আসবো না, অমনি মাতামাতি আরম্ভ করেছ?

মিলি। না আন্টি!

আন্টি। না আন্টি মানে ? সমস্ত বাড়ীটাতে এতক্ষণ ভূমিকম্প হচ্ছিল, আবার না বলছো কোন মুখে ? প্রার্থনা করেছিলে ?

মিলি। না।

আন্টি। Shame—Shame মানে লজ্জার কথা। ধিঙ্গী সব মেয়ে, এখনও তোমাদের ছেলেমানুষি গেল না! রাত্রি এগারোটার সময় ধেই ধেই করে নাচ? দেবো সব দূর ক'রে! আজ বাদে কাল তোমাদের প্লে, এখন নেচে শরীর খারাপ করলে—সেদিন কী করবে শুনি ? বল, কেন নাচছিলে ?

কিটি। আমাদের এক বন্ধুবী-মানে বান্ধবী, আজ—এসেছে। সে এখানে থাকেনা কি না—তাই। সে খুব ভাল নাচতে পারে কিনা তাই—তাই—আমরা একটু নাচ দেখছিলাম।

আণ্টি। নাচ দেখছিলে তো সবাই মিলে নাচছিলে কেন ?

কিটি। না। নাচটা ভাল বলে একটু একটু শিখে নিচ্ছিলাম আণ্টি।

আন্টি। বান্ধবী এসেছে ? কোথায় থাকে ?

মিলি। মী—মীরাটে।

আন্টি। মীরাটের মেয়ে ? বান্ধবী! ও! তা কাল সকাল বেলায় নাচালেইতো ভাল হ'ত! মিছেমিছি রাত্রি জেগে শরীর নষ্ট করা। বান্ধবী এসেছে।

কিটি ও মিলি যেন বুকে একটু বল পাইল

কিটি। আপনি চলে এলেন ? খাওয়া হয়েছে তো!

আন্টি। হ্যাঁ খাওয়া হয়েছে। সেখানে বড্ড মশা। তাই ভাবলাম

ফিরেই যাই। ঠাকুরকে বলতো আমায় এক গ্লাস জল দিয়ে যেতে।

মিলি। ঠাকুরকে—ঠাকুরকে আমি পাঠিয়েছি একটু মাংস আনতে। বান্ধবী এসেছে—তাই—

আণ্টি। তা' বেশ করেছ। অতিথি এলে এ ব্যবস্থা করতেই হয়। চলো —তোমার বান্ধবীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে।

(কিটির মুখ আবার সাদা হইয়া গেল)

মিলি। আচ্ছা, তা—সে তো সানির ঘরে আছে—আমি--আমি—তাকে ডেকে আনি।

আণ্টি। আচ্ছা।

মিলি চলিয়া গেল

কিটি। আণ্টি! আপনার চশমাটায় এত ময়লা পড়েছে—ছি ছি! দিন আমি পুঁছে দিচ্ছি!

আণ্টি। দাও। পরিস্কার করবার সময় পাইনি, একটা থিসিস্ লিখছি কিনা।

কিটি। সর্ব্বনাশ!

আণ্টি। কি হ'ল?

কিটি। চশমাটা হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল আণ্টি।

আণ্টি। দেখ দিকি কি কাণ্ড করলে! একটা থিসিস লিখছি।

কিটি। কাল সকালেই ওটা ঠিক ক'রে আনিয়ে দেব আণ্টি! আজ রাত্তিরে আর লেখাপড়া নাই করলেন!

আণ্টি। তাই হবে। দেখ দিকি চশমা না হ'লে আমি কিছু ভাল ক'রে

দেখতে পাইনে—কি মুস্কিল। যত সব ছেলে মানুষ। কাল সকালেই ওটা দোকানে পাঠিয়ে দিও—কেমন ?

কিটি। আচ্ছা।

প্যাসেজের উপর নারীবেশী সমীর ও মিলিকে দেখা গেল

মিলি। সব সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকবেন, যে ভাবে চলতে বলবো, সেইভাবে চলবেন, যা করতে বলবো তাই করবেন। মনে রাখবেন আপনি আমাদের বান্ধবী।

সমীর। বান্ধবী !

মিলি। হ্যাঁ বান্ধবী। মীরাটে থাকেন। বেড়াতে কোলকাতায় এসেছেন। আসুন।

রিণা। এই যে আণ্টি, ইনিই আমাদের বান্ধবী।

আণ্টি। এই বুঝি তোমাদের বান্ধবী ? (সমীর নমস্কার করিল) হ্যাঁ, পশ্চিমের মেয়ে বলে মনে হয় বটে ! যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। জায়গাই আলাদা। আমরা যেখানে চেঙ্গে যাই, এরা সেখানে জন্মায় ! সহজ কথা ? বেশ—বেশ—কী নাম তোমার ?

সমীর ঢোক গিলিল

মিলি। ওর নাম শীলা।

আণ্টি। শীলা ! একটু লজ্জাশীলা বুঝি ?

মিলি। হ্যাঁ।

আণ্টি। তা বুঝতেই পারছি ! কী পড়ছো ?

সমীর করুণ চোখে কিটির দিকে চাহিল

কিটি। ও কথা কইতে পারে না আণ্টি। ও বোবা!

আণ্টি। বো-বা! Good heavens! এমন চমৎকার মেয়ে বোবা! প্রভু কখন যে কাকে কী করেন বলাই যায় না। Sad! তা শুনতে টুনতে পায়তো?

মিলি। তা পায়।

আণ্টি। ভারী বেঁচে গেছে। কালা আর বোবা একসঙ্গে হলেতো সর্ব্বনাশ হতো। তুমি বুঝি ভাল নাচতে পারো—না শীলা?

সমীর। (বোবার ভঙ্গীতে) আ—বা!

কিটি। ও বলছে পারি।

মিলি। আচ্ছা, দেখবো তোমার নাচ কাল সকালে। আজ এখন বিশ্রাম করগে। কিটি, ওকে নিয়ে যাও। হ্যাঁ, তাওতো—বটে, তোমাদের ছোট ছোট Single বেড্—সেখানে শুতে ওরতো কষ্ট হবে। আচ্ছা তার চেয়ে এক কাজ করো, আজ রাত্রের মত শীলা আমার কাছেই শুয়ে থাকবে।

মিলি হঠাৎ জোরে জোরে কাশিয়া উঠিল। আণ্টি আগাইয়া আসিয়া কিটির মাথা চাপড়াইতে লাগিলেন

আণ্টি। বলি এত ক'রে ঠাণ্ডা লাগিও না, কথা তো শুনবে না। আমি তা হ'লে যাচ্ছি। খাওয়া দাওয়া সেরে-শীলা তুমি এসো আমার ঘরে। দেখ দিকি—চশমাটা—মেয়েটির মুখটাও ভাল ক'রে দেখতে পেলাম না!

আন্টি চলিয়া গেলেন। সমীর হঠাৎ
আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল

সমীর। হার্টফেল করো—ভগবান হার্টফেল করে দাও! নইলে আজ আর আমার রক্ষে নেই।

মিলি। আঃ! কি সব বকৃছেন পাগলের মতো! শুনতে পাবে যে!

সমীর। আর শুনতে পাবে। না শুনেই যখন এতদূর এগিয়েছে, তখন শুনতে পেলে বেশী ক্ষতি কি হবে?

মিলি। আবোল তাবোল বকবেন না। চুপচাপ গিয়ে—লক্ষ্মী ছেলেটির মানে মেয়েটির মত আণ্টির পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ুন গে। ভোর হবার আগেই আমরা আপনাকে ডেকে দেবো।

সমীর। অগত্যা।

কিটি। দাঁড়ান, খাবেন না?

সমীর। আর খেয়ে কাজ নেই। লাথি ঝাঁটা যা খাবার সবই আণ্টির ঘরে গিয়েই খাবো! কি বিপদে পড়লাম বল দেখি! আচ্ছা পালাবো?

মিলি। এখন পালাবেন কি ক'রে? বাড়ীর Main Gateএ তালা পড়ে গেছে, সেটা খোলা থাকলে না হয় Compoundএর পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পালাতে পারতেন,—কিন্তু তার কোন উপায় নেই। এখন পালাতে হ'লে আপনাকে এই ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে হবে।

সমীর। (জানালা দিয়া দেখিয়া আসিল) ওরে বাবা—অনেক নীচে, না পারবো না, তাহ'লে আণ্টির ঘরেই যাই, কি বল?

কিটি। হুঁ। সাবধানে থাকবেন, মনে রাখবেন আপনি বোবা,—ব্যস্! খুব ভোরে গেট খুলে দরোয়ান আধঘণ্টার মত মুখ ধুতে চান করতে যায়, সেই সময় আপনাকে বার করে দেব।

সমীর। আচ্ছা। তাই যাই। আণ্টি…বোবা…বান্ধবী…unmanagable!

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান করিল!

দুই

আন্টি বসিয়া আছেন। কম্পিত পদে সমীর প্রবেশ করিল, আন্টি উঠিয়া দাঁড়াইলেন

আণ্টি। এস শীলা! খাওয়া হয়েছে?

সমীর ঘাড় নাড়িল

আণ্টি। এটা কি কাপড়? জর্জ্জেট? (সমীর ঘাড় নাড়িল) তাহ'লে দামী কাপড় খানা কুঁচকে নষ্ট করে ফেলোনা, (আলনা হইতে নামাইয়া) এই মিলের শাড়ীখানা পরো।

সমীরের হাতে কাপড়খানা দিলেন, কাপড় শুদ্ধ সমীরের হাত থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল

আন্টি। এখানে কাপড় ছাড়তে লজ্জা করছে? মেয়েদের কাছে মেয়েদের লজ্জা কী? এত লজ্জা কেন? বেশী লজ্জাতো এই নরম মাটির বাংলা দেশেই আছে বলে জানতাম—শুকনো পশ্চিমেও লজ্জা কম নেই দেখছি! আচ্ছা আচ্ছা—বাথরুমে যাও।

সমীর কাঁপিতে কাঁপিতে বাথরুমের দিকে চলিয়া গেল। আন্টি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—ঠাকুর! ঠাকুর! একটু পরে ঠাকুর প্রবেশ করিল

ঠাকুর। মত্তে ডাকুচি আঁটি মা ?

আন্টি। মাংস এনে দিয়েছ ?

ঠাকুর। হঁ। সে মু দেউচি পরা !

আন্টি। সকলের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ?

ঠাকুর। হঁ। হয় গলানি।

আন্টি। কাল খুব সকালে উঠবে, আর বাজারে গিয়ে ভাল দেখে মাছ তরকারী নিয়ে আসবে। নতুন একটি মেয়ে এসেছে হষ্টেলে, তার খাওয়া দাওয়ার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবে,-বুঝেছ ?

ঠাকুর। হঁ সে বুঝি পারিছি।

আন্টি। এখন যাও এক গ্লাস জল চট্ ক'রে এনে দাও।

ঠাকুর চলিয়া গেল এবং জল লইয়া আসিল। সে যখন জল লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে, তখন বাথরুম হইতে সমীরও মিলের শাড়ী পরিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া ঠাকুরেব হাত হইতে জলের গ্লাস মাটিতে পড়িয়া গেল। সে হাঁ করিয়া সমীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

আন্টি। অকম্মার ঢেঁকি ! দিলেতো জলটা ফেলে ? যাও, আর এক গ্লাস জল এনে ঢাকা দিয়ে রেখে যাও।

ঠাকুর চলিয়া গেল

আন্টি। এস শীলা······আর রাত্রি জেগোনা, শুয়ে পড়ো, নেচে একটু tired ও হয়েছ বোধ হয়।

আণ্টি আগে শুইয়া পড়িলেন, ঠাকুর এক গ্লাস জল ঢাকা দিয়া রাখিয়া গেল। আণ্টি আপন মনেই বলিতে লাগিলেন

আণ্টি। কী যে বদ্ অভ্যেস ক'রে ফেলেছি, সারা রাত্তির আলো না জ্বললে আমার ঘুম হয় না। তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে নাতো? (সমীর ঘাড় নাড়িল) শুয়ে পড়ো।

সমীর শুইয়া পড়িতেই তাহার পায়ের কাপড় উঠিয়া গিয়া প্যাণ্ট বাহির হইয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া কাপড় টানিয়া দিল এবং আবার শুইয়া পড়িল

আণ্টি। ভাল ক'রে শোও, অত ধারে শুয়েছ কেন? পড়ে যাবে যে শীলা!

এই বলিয়া তিনি তাঁহার গায়ে হাত দিতেই সমীর ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আণ্টি অবাক্ হইয়া তাহাকে বলিলেন

আণ্টি। কী হয়েছে? কাঁদছো কেন শীলা? ওমা একি! চিরকাল জানি পুরুষেরাই মেয়েদের মত বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে, মেয়েরাও যে পুরুষের মত ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদে এত শুনিনি? পশ্চিমের কান্না বুঝি? ও! কী হয়েছে? মার জন্যে মন কেমন কচ্ছে?

আহা ! বোবা কিনা বলতেও পারে না ! বলো—আমায় বলো—শীলা।

এই বলিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া আদর করিবার চেষ্টা করিতেই সমীর তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িল এবং ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিল

সমীর। আমি শীলা নই আন্টি—আমি সমীর !

আন্টি। সমীর ! সমী—My God ! my goodness !

সমীর। ওরে বাবারে !

এই বলিয়া সে তাহার শাড়ীখানি খুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া চোঁচা দৌড় দিল, আন্টি স্মেলিংসল্ট স্মেলিংসল্ট বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যের যবনিকা পড়িল

—মাঝে—

শতদল সেনের ড্রয়িং রুম। সন্ধ্যা বেলা।
অভিনেতা অভিনেত্রীগণ কেহ বসিয়া
কেহ দাঁড়াইয়া আছে। দৃশ্য সরিবার
সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ডলিও শতদল
এ্যাক্টিং করিতেছে। আন্টি নিবিষ্ট-
চিত্তে শুনিতেছেন

শতদল। তোমার জীবনে আমি ছাড়া আর কেউ নেই, এই কথাই কি
আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

ডলি। করহ বিশ্বাস।
ঘরে মোর মন নাহি লাগে।
দেয়ালের মাঝে আমি পারিনা কাটাতে
নিরানন্দ দিন আর তৃপ্তি হীন রাত।

শতদল। কী করতে হবে তাই বলো না!

ডলি। চলো যাই বোম্বাই প্রদেশে।
আছে মোর বহু টাকা; তুমি হবে ডিরেক্টার
আমি হবো অভিনেত্রী ভারতের মাঝে।
কপোত-কপোতী সম দোঁহে মোরা কাটাইব কাল।

শতদল। ছেলে মানুষের মত যাতা একটা বললেইতো হ'লনা! যা সম্ভব
সেই কথা বলো।

ডলি। পারিবেনা বোম্বাই যাইতে! হায় হায়!
নিরদয় পুরুষ পাষাণ! রাখিলে না নারীর প্রার্থনা?
তবে চলো চলে যাই মেট্রো কি এলিটে
দেখে আসি গ্যারী কি গেরলে।
প্রাণ মোর হউক শীতল!

শত। সাড়ে ৯ টার 'শোতে! পাগল নাকি? ঠাণ্ডা লাগবে যে!

ডলি। পায়ে ধরি প্রাণনাথ, লয়ে চলো মোরে!

মিলি খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল
ডলি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল

আণ্টি। ও কী হচ্ছে মিলি?

মিলি। কী আণ্টি?

আণ্টি। সব কটা দাঁত বার ক'রে হাসছো কেন?—ও রকম হাসি বর্ব্বর যুগে মেয়েরা হাসতো। এখন হাসতে হবে ডিগ্রী হিসেব ক'রে!

মিলি। আপনি দেখিয়ে দিন আণ্টি।

আণ্টি। ফরটি ডিগ্রী এ্যাঙ্গল—ফরটি ডিগ্রী এ্যাঙ্গলে হাসতে হবে, আর চোখের দৃষ্টি বাঁকা ক'রে ফেলবে সেভেন্ টু এইট্ ডিগ্রীতে। follow me. এই রকম ক'রে।

আণ্টি দেখাইয়া দিলেন মিলি চেষ্টা করিল

আণ্টি। হচ্ছেনা, হচ্ছেনা, মলয় মেপে দাও!

মলয় একটি স্কেল দিয়া মিলির চোখ মুখের
ডিগ্রী নির্দ্দেশ করিয়া দিল

আণ্টি। চেষ্টা কর, চেষ্টা কর। কী রকম লোক সব আসছে সেটা মনে

রেখো। বিশেষ ক'রে আমি যখন ভার নিয়েছি—তখন একেবারে perfect না করতে পারলে, আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারবো না। কি বল শতদল?

শত। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতো বটেই।

আন্টি। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! এত করে বুঝিয়ে দিচ্ছি—তবু মিলির মাথায় ঢুকছেনা। আজ কালকার মেয়েগুলোই হয়েছে এমন—এই ত্থাখনা পরশু রাত্রে কী কাণ্ডটাই করলে! শেষকালে বলে কিনা ফার্ষ্ট এপ্রিল।

মলয়। তার জন্য তো ওরা ক্ষমা চেয়েছে।

আন্টি। হ্যাঁ, ক্ষমা চেয়েছে—১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ (ক্রোধ প্রশমনের জন্য চট্ করিয়া গুনিয়া লইলেন) আর ক্ষমা আমি করেছিও। কিন্তু এগুলোত ভাল নয়।

মলয়। তাতো বটেই।

আন্টি। সে যাকগে, তোমার গানটা গাওতো মিলি! শুনি কেমন দাঁড়াল।

মিলি জোরে জোরে গাহিয়া উঠিল

আমার গানের মাঝে প্রাণের পরশ দাও
আমার মাঝে যে সুর আছে তারে তুমি নাও।

মলয়। Stop Stop! একী কাণ্ড? এত চেঁচাচ্ছেন কেন মিলিদেবী? নদীর এপারে দাঁড়িয়ে কি ওপারের কোন লোককে ডাকছেন?

মিলি। না। বলে দিন।

মলয়। যতবার বলবেন ততবারই বলে দেবো! গান গাইবেন চীৎকার

ক'রে ? দাঁত চেপে চেপে-আল্‌তো আল্‌তো ক'রে বাণী উচ্চারণ করুন।—

গাহিয়া দেখাইয়া দিল

মিলি। নাকী সুরে গাইব ?

মলয়। নাকী ? হ্যাঁ, তা একটু নাকী হলেত বেশ ভালই হয়।

মিলি। আচ্ছা।

মিলি গাহিল

আন্টি। ঠিক হয়েছে এবার।

বল্কল। এই যে মাদাম !

আন্টি। তাহ'লে প্রথম সিনের আর্টিষ্ট সব হাজির আছে যখন, তখন সিনটা আরম্ভ করে দিন ! বল্কলবাবু !

বল্কল। এই যে মাদাম !

আন্টি। আরম্ভ করুন—আরম্ভ করুন—প্রথম থেকে আরম্ভ করুন !

বল্কল আগাইয়া আসিয়া বই খুলিয়া জোরে জোরে বলিতে লাগিলেন। "প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য। বিজন অরণ্য, কাল রাত্রি ১২টা। সুলেখা একাকিনী দাঁড়াইয়া বলিতেছে

আন্টি। Ready সুলেখা—মিলি ?

মিলি। Yes আন্টি !

আন্টি। বলো-বলো। কই শতদল, এগিয়ে এলো ! দেখো কেমন হচ্ছে।

তুমি আর আমি

বঙ্কল পড়াইতে লাগিল এবং মিলি pose লইয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল

আমি হেথা একাকিনী বিজন কাননে—

শতদল। আঃ! কী করছো মিলি! জিনিষটা এমন অগোছালো ক'রে বলছো কেন? ওতে বেশ একটু বেদনার শিহরণ থাকবে।

মিলি। বেদনার শিহরণ কী ক'রে দেখাব?

শতদল। আহা দেখাতে হবে কেন? অনুভব করো,—অনুভব করো! একটা অনির্বচনীয় উৎকণ্ঠা, একটা অকথিত পরিস্থিতি··· একটা অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশের মুখে এসে দাঁড়িয়েছো।

মিলি। কী কর্‌তে হবে বাংলা ক'রে বলুননা, আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছিনে!

আণ্টি। উনি বলতে চাইছেন যে একটা painful attitude মানে যন্ত্রণাদায়ক ভঙ্গী—বুঝেছ?

মিলি। না বুঝিনি, তবে দেখি চেষ্টা ক'রে! বলুন বঙ্কল বাবু!

বঙ্কল প'ড়িতে লাগিল। মিলি বলিতে লাগিল

আমি হেথা একাকিনী বিজন কাননে।
শঙ্কাকুল অন্তর সন্তরি, যতদূর দেখিতেছি
সুবিস্তীর্ণ নিরাশার অকূল সাগর।
ঝাঁপ দিব নিষ্করুণ নদীজল মাঝে?

বঙ্কল বলিল—শ্মশানবাসীর প্রবেশ

আণ্টি। কোথায় শ্মশান-বাসী?

পিছন হইতে বিজয়—এই যে স্যার! মানে ম্যাডাম।

আন্টি। এ দু'দিন আসেননি কেন ?

বিজয়। আজ্ঞে একটুখানি পার্ট বলবার জন্য সেই ট্যাংরা থেকে রোজ আসা—

আন্টি। তাই আস্‌তে হবে। নইলে accept মানে স্বীকার করেছিলেন কেন ?

বিজয়। আজ্ঞে, স্বীকার করেছিলাম কিন্তু মনে করুন সেই ট্যাংরা থেকে—

আন্টি। আপনার শিষ্যের পার্ট কর্‌বে কে ?

বিজয়। কেতন। সেও মনে করুন চিংড়ী হাটায় থাকে—

শতদল। দেখুন আপনারা দু'জনেই থাকেন ট্যাংরা আর চিংড়ীহাটায়, আপনাদের যোগ দেওয়া উচিত ছিল মেছোবাজার ক্লাবে।

বিজয়। আজ্ঞে হ্যাঁ। মেছোবাজারে জয়েন কর্‌লে এতদিন বিকিয়ে যেতুম—এখানে বলেই এখনো আছি।

শতদল। এখন পার্ট বলুন।

বিজয়। বলান।

বল্কল প্রম্পট করিতে লাগিল

বিজয়। কেরে! কেরে হেথা একাকিনী বিষণ্ণা বালিকা!
শঙ্কা ও সঙ্কটে ভরা শ্মশানের মাঝে—
ক্রন্দনে বিদীর্ণ কর অমা-নিশীথিনী!

শতদল। আঃ! চেঁচাচ্ছেন কেন ষাঁড়ের মত? এটা একটা আশ্বস্তির ইঙ্গিত, একটা পরমানন্দের প্রতীক, একটা বিস্ময়ের বিসুভিয়াস—বুঝেছেন ?

বিজয়। আজ্ঞে না।

তুমি আর আমি

শতদল। আঃ Rubbish! Take your Seat. পার্টটা পড়ুন ভাল ক'রে দু'চারবার।

বিজয়। যে আজ্ঞে।

শতদল। কেতন বাবু!

কেতন। (পিছন হইতে) আজ্ঞে—

শতদল। এদিকে আসুন। আপনার পার্ট কেমন তৈরী হয়েছে?

(কেতন সম্মুখে আসিল)

কেতন। আজ্ঞে গুরুদেবের চেয়ে ভাল হয়নি।

শতদল। কেন?

কেতন। দেখুন, সেটা করা উচিত নয় বলেই করিনি। নইলে ওর চেয়ে ভাল পার্ট যে আমি করতে পারিনে—তা'নয়; তবে করিনি—কারণ এক জায়গা থেকে দু'জনে আসি, নিজেদের মধ্যে চটাচটি করাটাতো ভাল নয়—কি বলুন?

বিজয়। কর্না তুই ভাল পার্ট! কে তোকে বারণ কর্ছে?

কেতন। রাগ করছিস্ কেন ভাই? হাতীবাগান ক্লাবে—মনে করে দেখ্ না, আমি করেছিলাম চন্দ্রগুপ্ত আর তুই করেছিলি ঘাতক। তাহোক্—চটাচটি আমি করবোনা।

শতদল। বলুন আপনার পার্ট বলুন।

কেতন। উত্তাল তরঙ্গ মাঝে কে ওই বালিকা
ঝাঁপ দেছে আত্মহত্যা লাগি? সাঁতার
জানেনা, তাই ঘন ঘন খাবি খেয়ে
গিলিতেছে জল। মনে হয়, অবিলম্বে
তুলিবে পট্ অল্। হায়রে যেমতি, কালীঘাটে

যূপকাষ্ঠ পরে কচি কচি ছাগ শিশু দল,
বার দুই "ব্যা" "ব্যা" বলি—জীবলীলা করে
সম্বরণ!

শতদল। কিস্সু হয়নি।

কেতন। কোন্‌টা হয়নি স্যার? ব্যাব্যা টা, না জীবলীলা সম্বরণ?

শতদল। কোনটাই হয়নি।

কেতন। সেকি স্যার? আমিতো regular বাড়ীতে ছাগল পুষে আওয়াজ
নকল করেছি।

বিজয়। তাই আওয়াজটা ছাগলের মত হয়েছে, পার্ট হয়নি। ছাগল দিয়ে
কি যব মাড়ানো যায় স্যার?

কেতন। কি বল্‌বো, তোর সঙ্গে চটাচটী করবোনা তাই—নইলে—

বিজয়। যা যা!

শতদল। Take your Seats. Next!

শতদল। কই বল্কল বাবু! প্রম্পট করুন!

বল্কল। দ্বিতীয় দৃশ্য বলাবো?

শতদল। হ্যাঁ।

বল্কল বই পড়িল

বল্কল! বিলয়ের বাহিরের ঘর। বিলয় গান গাহিতেছে।

আর্টিষ্ট। মলয় এগিয়ে এস। এই ব'য়ে তোমার পার্টটা, ছোট কেননা
এটা afterpiece! মূল নাটক 'মৃত্যুতীর্থে' তোমার পার্ট
তৈরীতো?

মলয়। হ্যাঁ আর্টিষ্ট!

আণ্টি। এই বইয়ে তোমার গানখানা Ready হয়েছে ?

মলয়। হ্যাঁ।

আণ্টি। গাও।

মলয়ের গান

চাঁদের আলো মোরে
ডাকিছে প্রিয়তমা—
মাধবী বনে যেথা
মাধুরী আছে জমা।
যেখানে ফলে ফুলে
জীবন ওঠে দুলে
তটিনী নেচে চলে
নটিনী মনোরমা।
বিদায় আজি রাতে বিদায় প্রেয়সী গো—
জ্যোছনাময়ী প্রিয়া আমার শ্রেয়সী গো—
তোমার মধুরাতি
পাবে গো পাবে সাথী
আমার এ ম্লান বাতি
নিভিলে কোরো ক্ষমা।

শতদল। আচ্ছা এ গানটা কি জমবে ?

আণ্টি। Certainly, International—International, যা করবে—সব আইডিয়াকে করতে হবে International মানে যাকে বলে আন্তর্জ্জাতিক্। blend করো blend, করো

শতো, নইলে আর রক্ষে নেই। আজকের দিনে শুধু ভারতীয় সঙ্গীত চল্‌বে না—চল্‌বে বিশ্ব-সঙ্গীত। একটি গানের মধ্যে মিশে যাবে ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ম্যারিকা, জাপান, চায়না, বালীগঞ্জ-বাগবাজার—বুঝেছ?

শতদল। বুঝেছি।

শিবশঙ্করের সহিত ন্যান্সির প্রবেশ

মিলি। এস ন্যান্সি! আণ্টি! এরই কথা আপনাকে বল্‌ছিলাম; রেবতীর পার্ট কর্‌বে।

আণ্টি। বেশ—বেশ! কী তোমার নাম?

ন্যান্সি। ন্যান্সি চ্যাটুর্জি।

আণ্টি। খুব Modern মানে আধুনিক নাম। গান গাইতে পারো!

ন্যান্সি। হ্যাঁ।

আণ্টি। বাঃ! Recite কর্‌তে পারো?

ন্যান্সি। হ্যাঁ!

আণ্টি। বেশ—বেশ! একটু recite কর দেখি।

ন্যান্সি কাশিয়া লইয়া আরম্ভ করিল

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়—
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে তপন হীন ঘন তমসায়।
সে কথা শুনিবে না কেহ আর—
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার
দুজনে মুখোমুখী—

শিব। হেই হেই! থাম্! আজকাল বুঝি লুকিয়ে এই সব হ'চ্ছে? কী আমার সুখরে! বাদলার বাজারে কেউ কোথাও থাক্‌বে না, উনি মুখোমুখি বসে চাড্ডি মনের কথা কইবেন। "ওরে আমার তুমি।"

আণ্টি। Disgusting!

শতদল। আপনি কী বল্‌তে চাইছেন?

শিব। বল্‌তে টল্‌তে আমি কিছু চাইনে মশায়। নাতনীর সখ চেপেছে থিয়েটার কর্‌বে, তাই একটু থিয়েটার করাতে নিয়ে এলাম। তাই বলে চরিত্র খারাপ কর্‌তে দেব নাকি?

শতদল। চরিত্র খারাপের কি দেখ্‌লেন?

শিব। বাকীই বা কী রইল? এই সব যাচ্ছেতাই পদ্য বল্‌লে ক'দিন আর চরিত্র ঠিক থাক্‌বে? ইংরেজী লেখাপড়া শেখাচ্ছি বলে কি ইংরেজ হ'তে দিব নাকি? হারামজাদী, চল্ আজ বাড়ীতে।

স্যান্দি। বারে! আমি কি কর্‌লুম?

শিব। চোপ্ চোপ্। মেরে একেবারে তক্তা বানিয়ে দেবো। পদ্য বল্‌বিতো পদ্যর মত পদ্য বল্! যা শুন্‌লে ইহকালও ঠিক থাক্‌বে পরকালও টল্‌বেনা। বাইরে ওই সব জুতো জামা যা দেখ্‌ছেন মশায়, ভেতরে ঢুঁ ঢুঁ! ভেতরে সব গঙ্গা-স্তোত্রম্! এই বল্—গঙ্গাস্তোত্রম্।

স্যান্দি। (কলের পুতুলের মত)

দেবী সুরেশ্বরি ভগবতী গঙ্গে
ত্রিভুবন তারিনী তরল তরঙ্গে

শিব। ভক্তি ক'রে বল্।

ন্যান্সি হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিল

দেবী সুরেশ্বরী ভগবতীগঙ্গে
ত্রিভুবন তারিনি তরল তরঙ্গে।
শঙ্কর মৌলি-বিহারিণি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তবপদ কমলে॥

শিব। আহা! প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

এই বলিয়া হাত জোড করিয়া তিনিও নাতনীর সহিত দুলিয়া দুলিয়া বলিতে লাগিলেন।

ন্যান্সি ও শিব। ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত—
স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ
নাহং জানে তব মহিমানং
ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানমঃ।

আন্টি। Nasty! (রাগিয়া চলিয়া গেলেন)

শতদল। মিলি!

মিলি। Yes!

শতদল। এইবারে একটা ক'রে লোটা আর কম্বল সকলের হাতে হাতে ধরিয়ে দাও।

মিলি। যা বলেছো! এরা যে রিহার্স্যাল্টাকে হরিদ্বার বানিয়ে তুল্‌লে!

বিজয়। কেতন!

কেতন। ভাই!

বিজয়। চেয়ে দেখ্‌ কী পবিত্র দৃশ্য !

শতদল। Shut up. (শিবকে) আপনার স্তোত্রপাঠ শেষ হয়েছে ?

শিব। (তখনও চোখ বুঁজিয়া দুলিতেছিল) হঁ্যা।

শত। ব্যস্‌, এইবার গঙ্গাস্নান ক'রে বাড়ী চলে যান।

শিব। কেমন লাগলো ? হঁ্যা হঁ্যা এ বাবা মাইকেল মধুব লেখা নয়—
এ হ'ল গিয়ে খোদ্‌ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাপার ! (নমস্কার) আহা !
কি কবিই ছিলেন ! অমন আর হবেনা। চিত্তশুদ্ধি হ'ল আজ।

বিজয়। সেকি মশায় ? কালিদাস ? কালিদাসের কথা বল্‌ছেন না !

শিব। রাখুন মশায়। কালিদাস আর শঙ্করাচার্য্য ! একজন পুরুষ,
আর একজন মহাপুরুষ।

শত। তা হ'লে এবার বাড়ী চলে যান। দরকার হ'লে আমরা খবর
দেব।

স্যান্ডি। পরশু তো প্লে—আব কবে খবর দেবেন ? আজই যা হোক কিছু
ঠিক করে দিন না।

শত। আপনাকে পার্ট দেওয়া আমাদের পক্ষে মুস্কিল। কারণ আপনার
দাদু আপনাকে গঙ্গাস্তোত্রম্‌ ছাড়া আর কিছু বলতে দেবেন না।
কেমন মশায়—তাইতো ?

শিব। হঁ্যা, শঙ্করাচার্য্য ছাড়া আর কারুর পদ্য বলা চল্‌বে না।

শত। ওই দেখুন। আচ্ছা আপনার আশ্রমের ঠিকানা দিয়ে যান।
খবর দেব।

শিব। চলে আয় ভটা !

স্যান্ডি। বারে ! কিছুই যে হ'ল না !

শিব। আর হ'য়ে কাজ নেই। চলে আয়।

ন্যান্সি। (শতকে) খবর দেবেন তো ?

শত। হঁ্যা।

শিবশঙ্কর ও ন্যান্সি প্রস্থান করিলে ডলিকে লইয়া আন্টি প্রবেশ করিলেন। তিনি অত্যন্ত চটিয়াছিলেন, আসিয়াই বলিলেন

আন্টি। শতদল ! এই যে তোমার পার্টনার ! 'ডুয়েট'টা গাও দেখি।

শতদল ও ডলির গান

শত। চঞ্চল চরণের শিঞ্জিনীতে
এলো বুঝি বন্দীর মন জিনিতে
রক্তিম গুণ্ঠন কুণ্ঠিত পায় (হায়, হায়, হায়)

ডলি। দুঃখের সরসীতে প্রাণ শতদল
বক্ষের মধুভারে করে টলমল
চক্ষের জলে তার বুক ভেসে যায় (হায়, হায়, হায়)

শত। যৌবন-মৌবন গুঞ্জন হীন
উচ্ছল বৈভব ব্যর্থতা লীন
সন্ন্যাসী হ'ল তাই বসন্ত বায় (হায়, হায়, হায়)

ডলি। কোথা তুমি মৌ-লোভী মৌমাছি গো
তব পথ চেয়ে হেথা আমি আছি গো
উতলা চিত্ত পদ পরশন চায়। (হায়, হায়, হায়)

তুমি আর আমি

গানের শেষে সবেগে প্রমত্ত চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ। ডলি তাহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। সে প্রবেশ করিলে দেখা গেল তাহার এক পাটি জুতা পায়ে ও আর একপাটি জুতা হাতে

প্রমত্ত। কেটে একেবারে দু'খানা ক'রে ফেল্‌বো।

ডলি। ওঃ! কেটে দু'খানা কর্‌লেই হ'ল! দাও দেখি গায়ে হাত,—কত বড় মুরোদ তোমার।

প্রমত্ত। আমি মারলে তুই কি করতে পারিস?

ডলি। কী কর্‌তে পারি একবার মেরেই ছাখনা!

প্রমত্ত। আমি তোকে থিয়াটার কর্‌তে দেব না।

ডলি। আমি থিয়েটার কর্‌বো। তোমার মরা বাবা এসে পায়ে ধর্‌লেও আমি শুনবো না।

প্রমত্ত। মুখ সামলে কথা বলিস্‌ ডলি!

ডলি। তুমিও মুখ সামলে কথা বোলো মিঃ চক্রবর্ত্তী।

প্রমত্ত। ঝাড়ু মারি তোর মিঃ চক্রবর্ত্তীর মুখে। আমার কথার জবাব দে। তুই দিনের পর দিন যা ইচ্ছে তাই কর্‌বি, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো! আমি তোকে বিয়ে করেছিলাম কি তোর ট্যাক্সি ভাড়া গুণবার জন্তে?

ডলি। তোমার টাকা দেখে আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম, নইলে আমার মত আধুনিক মেয়ে তোমার মত কিপ্টেকে বিয়ে করতো না। আমার চলাফেরায় বাধা দিও না বলছি।

Public meeting, Social gathering, Garden party, if I do avail, whats that to you ?

প্রমত্ত। কেন ভয় পেয়ে এবার ইংরেজী ধর্‌লি কেন ? যা বলবি বাংলায় বল্ না ; নইলে তোর কথার জবাব দেব কী ক'রে ?

আন্টি। আ গেল যা ! পথ থেকে এ লোকটা ঘরে ঢুকে পড়লো কেন ?

মিলি। ঐ তো ডলির স্বামী।

আন্টি। ওই ডলির স্বামী !

প্রমত্ত। হ্যাঁ, তাতেও কি আপনার আপত্তি আছে নাকি।

আন্টি। my goodness !

প্রমত্ত। আ গেল যা ! (আন্টির প্রস্থান)

প্রমত্ত। থিয়েটার তাহ'লে তুই করবি ?

ডলি। হ্যাঁ।

প্রমত্ত। করাচ্ছি তোকে থিয়েটার।

ডলি। কী করবে শুনি ?

প্রমত্ত। স্ত্রী হত্যা কর্‌বো !

ডলি। ওঃ ! স্ত্রী হত্যা অমনি কর্‌লেই হ'ল ! পুলিশ নেই ? কোর্ট নেই ?

প্রমত্ত। আরে রেখে দে তোর কোর্ট আর পুলিশ।

শত। আহা ! করেন কি মশায় করেন কি ?

প্রমত্ত। ছেড়ে দিন মশায়। আপনাদের আস্কারা পেয়েইতো ও এমনি হয়েছে। সিঁদুর পরা অবধি ছেড়ে দিয়েছে।

ডলি। সিঁদুরে চুল উঠে যায়।

প্রমত্ত। ওই শুনুন। আজ আর তোর রক্ষে নেই।

শত। পাগল নাকি ? জুতো রাখুন—জুতো রাখুন।

প্রমত্ত। আরে! এরা তো বড় গণ্ডগোল বাধালে! পরিবারের সঙ্গে আলাপ করছি, তাতে আপনাদের কী মশায়?

শত। এই আপনাদের আলাপ! তা পরিবারের সঙ্গে আলাপ ঘরে গিয়ে আপনি সপরিবারে করুনগে তাতে আমাদের কিছুই বলবার নেই। কিন্তু এটাতো আপনার গেরস্থালী নয়।

ডলি। দেখুন দিকি। দিন রাত্তির এই হাঁপানীর রুগীকে আগলে ব'সে থাকা ভাল লাগে কি?

কাঁদিয়া উঠিল

শত। (নিম্নকণ্ঠে) তা কি লাগে? কিন্তু বিয়ে করেছিলেন কেন?

ডলি। (চুপি চুপি) অনেক টাকা আছে যে!

প্রমত্ত। তাহ'লে তুই থিয়েটার করবিই?

ডলি। (কাঁদিয়া) হ্যাঁ।

প্রমত্ত। করগে যা!

জুতা পায়ে দিল

শত। বাঁচা গেল। যান ডলি দেবী শীগগির স্কার্ট পরে আসুন।

ডলি দৌড়াইয়া চলিয়া গেল, প্রমত্ত বসিয়া বসিয়া ঘাম মুছিতে লাগিল। একটু পরে কী ভাবিয়া শতকে ডাকিল

প্রমত্ত। ও মশায় শুনুন!

শত। কী বলুন।

আগাইয়া আসিল

প্রমত্ত। পরিবার তো মশায় থিয়েটার করবেই। করুকগে যাক্—

কি বলুন ? আমি মশায় কান্না দেখতে পারিনে, কাঁদতে দেখলেই আমারও কি রকম কান্না পায়।

শত। আপনার উদার প্রাণ।

প্রমত্ত। একশো বার! এই যে কথাটি বললেন ইটি হচ্ছে লাখ কথার এক কথা। আরে মশায় বলবো কি—তিনটি বেলা আমাকে ওষুদ খেতে হয়,—একটু হাঁপানী ভাব আছে কিনা। তা মনে করুন—স্ত্রী তো সে সব করবে না, আর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে দিয়ে সে সব করানো উচিতও নয়। তাই সকালে সর্ব্বশান্তি বটিকা শ্বেতপুন্যের রস দিয়ে—বিকেলে ভাস্করবজ্র জল দিয়ে হ্যাঁ, শুধু জল দিয়ে; আর রাত্রে সিংহবিক্রম বটিকা মৃগনাভি আর থানকুনি পাতার রস দিয়ে নিজে হাতে বেঁটে খাই। আমার উদার প্রাণ হবে না তো উদার প্রাণ হবে আপনার ?

শত। তাতো বটেই।

প্রমত্ত। কিন্তু মশায় আমার যে আর একটা কথা ছিল।

শত। বলুন! বলুন!

প্রমত্ত। পরিবারকে ভেতরে ছেড়ে দিয়ে আমি তো মশায় বাইরে থাকতে পারবো না। ওসব ভীড়ে ভীড়াকারের মধ্যে আমি নেই।

শত। তাহ'লে কি করবেন ?

প্রমত্ত। কি আবার করবো! ঠিয়াটার করবো।

শত। আপনি ?

প্রমত্ত। হ্যাঁ! ওল খাওয়ার মত মুখ করছেন কেন ? আমি কি ঠিয়াটার করতে পারি না ?

শত। তা পারেন বৈ কি! কিন্তু পার্টতো—

প্রমত্ত। ওরই মধ্যে সহজ দেখে এক ফালি ছাড়ুন না ভাই। আমার ভেতরে থাকা নিয়ে কথা। শুধু শুধু বসে থাকবো, তার চেয়ে একটু ঠিয়াটার করা ভাল।

শত। আচ্ছা—রাজা—রাজার পার্ট করতে পারবেন কি ?

প্রমত্ত। রাজা ? তা' পয়সা কড়ি যখন আছে, তখন রাজার পার্ট কেন করতে পারবো না ? মর্‌তে টর্‌তে হবে না তো মশায় ?

শত। না—না।

প্রমত্ত। দেখবেন ! মরতে ভয় করে। হাঁপানীর রোগী মরে পড়ে আছি, হঠাৎ কেশে ফেললুম বুঝলেন না ?

শত। না—না মরতে হবে না। আচ্ছা কাল থেকে আসবেন তাহ'লে রিহার্সালে কেমন ?

প্রমত্ত। আচ্ছা।

শত। আপনি বসুন। আমি দেখি আন্টি কোথায় গেলেন।

প্রমত্ত। আংটি ! আংটি তো হাতেই আছে।

শত। আংটি নয় আন্টি।

প্রমত্ত। বুঝেছি। অন্য রকমের গয়না হারিয়েছেন তো ! দেখুন খুঁজে।

শতদল চলিয়া গেল। ঘরে বিজয় আর কেতন ছাড়া আর কেহ ছিল না। এইবার ফাঁক পাইয়া তাহারা আগাইয়া আসিল

বিজয়। (প্রমত্তকে) দাদার বুঝি উটি তৃতীয় পক্ষ ?

প্রমত্ত। হ্যাঁ

কেতন। আমাবস্তে আর পুন্নিমে দুটি পক্ষই গেছে ?

প্রমত্ত। হ্যাঁ।

বিজয়। ভাগ্যবানের বউ মরে। আমার কপালে সেই ক্যাবলার মা-ই কায়েম হয়ে রইল।

কেতন। তোর সঙ্গে চটাচটি করবোনা ভাই—নইলে তোর বৌ তো ভাই বেশ ভাল। আমার কপালে তোর ভাদ্দর বৌ—

বিজয়। আমার ভাদ্দর বৌ!

কেতন। হঁ্যারে! আমার বৌ তোর ভাদ্দর বৌ হয় না!

বিজয়। বকাস্‌নি কেত্‌না। তোর বয়েস আর আমার বয়েস? আমার যখন জ্ঞান হ'ল তুই তখন বিড়ি টানছিস্।

কেতন। কী যে বলিস্! যাক্ তোর সঙ্গে চটাচটি আমি করবো না, এক জায়গা থেকে আসি। হঁ্যা—যা বলছিলাম, তোর বৌ তবু ঘরের কাজ কর্ম্ম করে—ছেলে পিলে মানুষ করে, আমার বৌ মনে কর থালি কাঁদছে থালি কাঁদছে। হয়ত একটু থেমেছে, জিজ্ঞেস কর্‌লাম কেমন আছ গো? ব্যস! আবার কাঁদতে আরম্ভ করলো।

বিজয়। তুই তো সুখে আছিস। গত মাঘ মাসে আমি পরিবারের উপর রেগে গিয়ে রাত বারোটার সময় পুকুরে ডুবতে যাইনি?

কেতন। পার্‌লিনি?

বিজয়। নাঃ। সেই কন্ কনে ঠাণ্ডা জলে যত ডুবতে যাই, ততই ভেসে ভেসে উঠি। সাঁতার জানি কি না!

কেতন। হঁ্যা হঁ্যা। তার পর কি হ'ল?

বিজয়। ঘণ্টা খানেক ধরে চেষ্টা করে বাড়ী চলে এলুম। পরদিন হ'ল জ্বর, ডাক্তার খরচ বেরিয়ে গেল একুশ টাকা পাঁচ আনা।

কেতন। এঃ! ওই টাকায় যে একতাল বিয় পেতিস রে!

বিজয়। সেইটেই ভুল হয়ে গেছে।

কেতন। এবার যখন আত্মহত্যা কর্‌তে যাবি—আমায় সঙ্গে নিস।

বিজয়। তুইও কর্‌বি নাকি ?

কেতন। না, তোকে আত্মহত্যা কর্‌তে সাহায্য কর্‌বো।

বিজয়। সেই ভাল ! এখন চল্—শতদল বাবু যদি দেখতে পায়—তা হ'লে খ্যাঁচ্ খ্যাঁচ্ কর্‌বে।

কেতন। চল্ !

বিজয়। মশায় ! চাল যা চেলেছেন মোক্ষম ! খবরদার—একলা ছাড়বেন না। পার্ট নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসুন। দেখছি তো—রোজ রোজ। মেয়ে এল কি কপ্পূর ! মেয়ে এল কি কপ্পূর।

প্রমত্ত। পাগল হয়েছেন ? কপ্পূর হ'লেই হ'ল ?

বিজয়। আচ্ছা চলি নমস্কার।

প্রমত্ত। নমস্কার।

বিজয় কেতন প্রস্থান করিলে
প্রমত্ত উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রমত্ত। (চারিদিকে উঁকিঝুঁকি মারিয়া) ডলিকে কোথায় নিয়ে গেল ! গেছেতো অনেকক্ষণ। খুঁজবোইবা কোথায় ? এখান থেকে হাঁকতো ছাড়ি, বোঝা যাবে আছে কি নেই। ডলি ! ডলিরে !

(রিণার প্রবেশ)

রিণা। চেঁচাচ্ছেন কেন ?

প্রমত্ত। তবে কী কর্‌বো ?

রিণা। তবে কী কর্‌বো মানে ?

প্রমত্ত। বলি না! চেঁচিয়ে ডলিকে ডাক্‌বো কী ক'রে? গান গেয়ে ডাক্‌বো?

রিণা। আপনি তো ডলির স্বামী?

প্রমত্ত। আমি তো তাই জানি।

রিণা। ডলি জানে না?

প্রমত্ত। শুধু ডলি কেন? ডলির বাবা-মাও জানে। মরুকগে যাক্— ডলি কোথায় বল্‌তে পারেন?

রিণা। বাগানে। শতদলের সঙ্গে কথা কইছে।

প্রমত্ত। কার সঙ্গে?

রিণা। শতদল—শতদল!

প্রমত্ত। শতদল মানে পদ্ম! মেয়ে ছেলে?

রিণা। মেয়েছেলে কেন হতে যাবে?

প্রমত্ত। তবে? পুরুষ! পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইছে ডলি! না না— এখানকার কাজ কারবার আমারতো ভাল লাগছে না! এ ভাবে যার তার সঙ্গে কথা কইলে পরিবারকে তো হাতে রাখা যাবে না।

রিণা। তাতে কী হবে?

প্রমত্ত। কী আর হবে? হয়ত ডলি কোথাও চলেই গেল—বুঝ্‌লেন না?

রিণা। না—না—ডলি যাবে না। ডলি সে ধরণের মেয়ে নয়। আপনাকে সে ভালবাসে খুব।

প্রমত্ত। ভালবাসে—না? হেঁ হেঁ ভারী ভাল মেয়েতো আপনি! আসুন না, ততক্ষণ বসে বসে দু-চারটে জ্ঞানের কথাবার্ত্তা কওয়া যাক।

রিণা। (বসিয়া) বলুন।

প্রমত্ত। বল্‌ছিলাম কি—আপনার নিবাস?

রিণা। Calcutta.

প্রমত্ত। জাতিটা?

রিণা। Cosmopolitan.

প্রমত্ত। ও! ঠাকুরের নাম?

রিণা। ঠাকুর!

প্রমত্ত। মানে পিতা।

রিণা। ও! কী দরকার বাপের নামের? আপনার আমার বন্ধুত্বের মধ্যে বাবা is a third person.

প্রমত্ত। হেঁ হেঁ—ওই ইংরেজীটুকুর মানে বলে না দিলে চল্‌ছে না যে! মানে—আমি আবার ওই ঘোড়ার পাতা অবধি পড়েছিলাম কিনা—তাই!

রিণা। বুঝেছি। বাবা is a third person মানে বাবা হচ্ছেন তৃতীয় পুরুষ।

প্রমত্ত। বাবা তৃতীয় পুরুষ! বা বাবা! বাবারও নামতা আছে নাকি?

রিণা। আছেই তো!

প্রমত্ত। ওঃ! এখানে এসে অনেক জ্ঞানলাভ হল। শেষকালে বাবার নামতা! বাবাকে বাবা—বাবা দুকুনে দ্বিতীয় পুরুষ—তিন বাবাং তৃতীয় পুরুষ!

রিণা। তাই হবে বোধ হয়। কাজের কথা বলুন।

প্রমত্ত। হ্যাঁ, এই বলি—কাজের কথা বলি। আচ্ছা, আমিতো রাজার পার্ট করবো, রাণী কে করবে? ডলি তো?

রিণা। না—না—ডলি কেন রাণী করবে? তার পার্ট আরও বড়।

প্রমত্ত। সে কি কথা! আমার রাণী ডলি ছাড়া আর কে কর্‌বে?

রিণা। আমি রাণীর পার্ট কর্‌বো।

প্রমত্ত। আপনি! হেঁ হেঁ আপনিও বেশ ভাল মেয়ে! তবে কি জানেন—ডলি হ'ল আমার পরিবার—সে আমার সঙ্গে যেমন রাণী কর্‌তে পারবে—তেমনি কি আর কেউ পার্‌বে?

রিণা। সে তো শতদল বাবুর স্ত্রীর পার্ট কর্‌বে।

প্রমত্ত। কী সর্ব্বনাশ! এই সব যাচ্ছে তাই কাণ্ড কর্‌লে কি আর ঠিয়াটার করা যায়। আমার পরিবার কর্‌বে অন্য লোকের পরিবারের পার্ট? আমাকে তাই দেখতে হবে? আমার পার্ট খারাপ হ'য়ে যাবে না? না—না—আমি বেঁচে থাকৃতেই কি এ সব চলে?

রিণা। তবে আপনি শতদল বাবুর সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখুন।

প্রমত্ত। নিশ্চয় কথা কইবো! এখুনি এর ব্যবস্থা না হ'ল আমি কুরুক্ষেত্র কর্‌বো। শতদল বাবু—বলি ও মশায় শতদল বাবু।

[চীৎকার করিতে করিতে দ্রুতপদে প্রস্থান।

রিণা। (হাসিয়া) আস্ত পাগল।

[বিজয়ের প্রবেশ]

বিজয়। রিণা দেবী!

রিণা। কী বলুন!

বিজয়। বলি কত দূর এগোল?

রিণা। মানে?

বিজয়। মানে—বেছে বেছে মক্কেলটি পাক্‌ড়েছেন ঠিক। বুড়োর মেলা টাকা, হাত ছাড়া কর্‌বেন না।

রিণা। আমি আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি বিজয়বাবু। এ ভাবে আমার সঙ্গে কথা কইবেন না।

বিজয়। কিন্তু যে ভাবেই বলি না কেন, মোদ্দা কথাটি হচ্ছে এই যে—ড়লি এবার শতদলের সঙ্গে ভাগ্‌বে নির্ঘাৎ!

রিণা। আপনি একটি Idiot.

বিজয়। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার কথা শুনুন। এই হচ্ছে তাল। ঝোপ বুঝে কোপ মার্‌বেন। একটু গা ঘেঁষে বসা—দু-চারটি মিষ্টি কথা—ব্যস। বুড়ো হচ্ছে টাকার কুমীর। আর মনে করুন—আপনার বয়েসওতো এদিকে পঁচিশ ত্রিশ হ'ল—

রিণা। Nonsense! (ঠাস করিয়া বিজয়ের গালে চড় মারিল) সিক্সটিন্‌।

[চলিয়া গেল।]

[নিঃশব্দ পদে কেতনের প্রবেশ]

কেতন। কী হ'ল রে? রিণা দেবী ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল কেন?

বিজয়। কে জানে ভাই। দিব্যি গপ্পসপ্প কর্‌ছিলেন—যেই না বয়েসের কথা বলা—

কেতন। মরেছে! বয়েস জিগ্যেস করেছিস্‌! আর দেখ্‌তে হবে না।

বিজয়। মরে যাবে?

কেতন। না না—মরে যাবে কেন? এক্ষুণি আন্টির কোলে গিয়ে ঢলে পড়বে—আর ১ ঘণ্টা ১১ মিনিট অজ্ঞান হ'য়ে থাকবে।

বিজয়। ১ ঘণ্টা ১১ মিনিট! বলিস্ কীরে?

কেতন। হ্যাঁ। বয়েস জিগ্যেস কর্‌লে ১ ঘণ্টা ১১ মিনিট, আর কত মাইনে পান জিগ্যেস কর্‌লে ৪১ মিনিট অজ্ঞান হ'য়ে থাক্‌বে। এর আগে কিছুতেই মূর্চ্ছা ভাঙবে না, তা তুমি যতই বরফ চাপাও না! চল্।

বিজয়। একটু দেখে যাবো না?

কেতন। পাগল নাকি? ওদিকে আর যায়? চল্—চল্।

উভয়ের প্রস্থান

আণ্টি, কিটি, মলয়, মিলি, ও শতদলের প্রবেশ

আণ্টি। কার চিঠি?

শতদল। চিঠিটা আস্‌ছে, আপনার হষ্টেল কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে।

আণ্টি। কেন? হষ্টেল কর্ত্তৃপক্ষ রিহারস্যালে চিঠি দেবেন কেন?

মলয়। রিহারস্যালে দেননি। চিঠিটা হষ্টেলেই এসেছিল, ঠাকুর এখানে দিয়ে গেছে।

আণ্টি। এমন কি চিঠি এখন আস্‌তে পারে? পড়ে দেখ। বোধ হয় পাশ চেয়ে পাঠিয়েছে।

শতদল। পড়বো?

আণ্টি। নিশ্চয়।

শতদল পড়িতে পড়িতে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল। সকলে সেই দিকে চাহিল

কিটি। কিসের চিঠি?

শত। ভয়ানক চিঠি! বল্‌বো আণ্টি।

আন্টি। নিশ্চয় নিশ্চয়—শীগ্‌গির বলো।

শত। হষ্টেল অথারিটি লিখছেন যে গত পরশু রাত্রে তোমার ঘরে—বল্‌বো ?

আন্টি। আঃ ! কেন দেরী কর্‌ছো ? বলো !

শত। গত পরশু রাত্রে তোমার ঘরে একটি যুবক অভ্যর্থিত হইয়াছিল—ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই অপরাধে তোমাকে কেন পদচ্যুত করা হইবে না, তাহার কারণ দেখাও।

কিটি। My God.

My Goodness, আমার ঘরে তরুণ যুবক—হাঁ তরুণ যুবক এসেছিল—কিন্তু সে তো আমার ঘরে নয়—মানে, মেয়েদের একটা fun—তাদেরই ঘরে—

মলয়। কিন্তু তাদের ঘর থেকে funটা যখন আপনার ঘর অবধি গড়িয়েছিল, তখন সে কথা authority বিশ্বেস করবেন না।

শত। আপনার ঘর থেকে সে পালিয়েছে, তখন দোষ আপনারই হবে। ও সব কথা বাদ দিন। এখন কি ক'রে রক্ষা পাওয়া যাবে সেই কথাই ভাবা যাক্।

আন্টি। My Goodness ! smelling salt...কিটি smelling salt.

কিটি। আপনি স্থির হন আন্টি—আপনি স্থির হন। যা করবার আমরা কর্‌ছি।

আন্টি। তাই করো। মিলি !

মিলি।

আন্টি। আমার কাছে থাকো। আমি ভাল নেই,—বোধ হয় আর বাঁচবো না।

মিলি। অমন কথা বলবেন না আন্টি, পরশু অবধি আপনাকে যে বাঁচতেই হবে! পরশু যে আমাদের প্লে!

আন্টি। চেষ্টা করবো, বোধ হয় পারবো না। Smelling salt.

মিলি ও কিটি আন্টিকে smelling salt শুঁকাইতে লাগিল। এবং শতদল মলয় পরামর্শ করিতে লাগিল। প্রবেশ করিল প্রমত্ত। সে আসিয়া ভয়ানক চেঁচামেচি আরম্ভ করিল

প্রমত্ত। কী মশায়! আপনাদের এই জোচ্চুরীর কারবার খুলেছেন কদ্দিন? লোক দুটো ত ঠিকই বলেছিল দেখছি, মেয়ে এল কি কপ্পূর! এমন জানলে মাথায় দুটো গোলমরিচ দিয়ে রাখতাম।

মলয়। কী হয়েছে কি?

প্রমত্ত। কী হয়েছ নিজে জানেন না? ডলিকে নিয়ে আসতে আমি চাইনি, যাহোক কান্নাকাটি করতে আনলুম। এখন দেখছি ভাল করিনি।

মলয়। আসল কথাটা কি তাই বলুন না। আমরা এখন বড্ড ব্যস্ত।

প্রমত্ত। আর বৌ হারিয়ে আমি বড় নিচ্চিন্দি না?

মলয়। বৌ হারিয়ে!

প্রমত্ত। হ্যাঁ মশায়! বৌ হারিয়ে! কোথায় তাকে পাচার করলেন বলুন দেখি!

মলয়। দেখুন—এই ধরণের ভাষা আমরা শুনতে অভ্যস্ত নই। ডলি দেবী কোথাও যাননি—তিনি অন্য ঘরে রিহারস্যাল দিচ্ছেন বোধ

হয়। আপনি যদি চুপচাপ বসে থাকতে পারেন থাকুন—নইলে আমরা আপনাকে বার ক'রে দিতে বাধ্য হবো।

প্রমত্ত। ও! নিজের কোর্টে পেয়ে অমন রোয়াব সবাই ছাড়তে পারে, একদিন আমার বাড়ীর সামনে পেলে হয়। নিকিরী পাড়ার পঞ্চাশটা গুণ্ডার কাছে আমি টাকা পাই—তা জানেন?

মলয়। আপনি বসবেন?

প্রমত্ত। বসছি ধমকো না। আমার আবার হাঁপানীর ব্যারাম।

বসিল

শত ও মলয় আন্টির কাছে আগাইতেই সমীর প্রবেশ করিল

শত। এস সমীর! তোমাদের সম্বন্ধেই বিপদ ঘটেছে।

সমীর। আমার সম্বন্ধে!

মলয়। হ্যাঁ তোমাব সম্বন্ধে! তুমি যে সেদিন আণ্টির ঘরে গিয়ে ফার্ষ্ট এপ্রিল ক'রে এসেছিলে, তাই নিয়ে হষ্টেল অথারিটি মাসীমার কাছে satisfactory explanation চেয়েছেন—অন্যথায় ওঁকে পদচ্যুত করা হবে।

সমীর। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়?

শত। উপায় আমি আর মলয় মিলে ঠিক ক'রে ফেললাম। শুনুন আণ্টি! অনেক দিক থেকে অনেক রকম চিন্তা করে আমরা এই স্থির করলাম, আপনাকে জবাব দিতে হবে—যে তোমরা ভুল করেছ, যিনি সেদিন আমার ঘরে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকা হ'য়ে আছে এক বছর আগে থেকে।

সমীর। এই! কী সব যা তা বল্‌ছো ভাই?

মলয়। No other alternative!

সমীর। তাই বলে এই সব পাথুরে ইয়ার্কি করতে হবে ?

আণ্টি। যাক্। তাতে কিছু যাচ্ছে আস্‌ছে না, সে কথা লেখার সঙ্গে engagement-এর কোন সম্পর্ক নেই।

শত। বিশেষ সম্পর্ক আছে আণ্টি। We are engaged এই কথা বলার পর ঘটনা সত্যি না হ'লে—আপনাকে আইনের কবলে পড়্‌তে হ'বে। অতএব—

আণ্টি। অতএব—

শত। অতএব আপনি সমীরকে বিয়ে করবেন।

সমীর। My god!

আণ্টি। My Goodness !

দুজনে দুইটি সোফায় এলাইয়া পড়িলেন। কিটি আণ্টিকে—মিলি সমীরকে স্মেলিং সল্ট শুঁকাইতে লাগিল।

প্রমত্ত। ও সব কায়দা টায়দা আমার ঢের দেখা আছে। যে জন্যে আমি পার্ট করবো বল্‌লাম—সেই কাণ্ডই ঘটলো ? আমার সতীলক্ষ্মী স্ত্রীকে এরা খারাপ ক'রে দিলে ! (পা হইতে জুতা খুলিয়া) ডলিকে বলে দেবেন—আর আমি তাকে চাইনা—আমার সাম্‌নে পড়্‌লে আমি তাকে খুন ক'রে ফেল্‌বো। এই জুতো দিয়ে তার মুখখানা—

ডলির প্রবেশ

ডলি। (হাসি ও ক্রোধ মিশ্রিত কণ্ঠে) এই যে ডলি ! এসেছিস্—ডলি এসেছিস্ !

জুতা পকেটে লুকাইয়া হেঁ হেঁ করিয়া হাসিতে লাগিল

শেষে

লীলাবতীপুরে রাধারমণের মন্দির। ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রি। মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গন। দলে দলে রাজ্যের লোক আসিয়া প্রণাম করিয়া প্রণামী দিয়া নাটমন্দিরে স্থান গ্রহণ করিতেছে। মন্দিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মন্দিরের সেবিকা অনুশীলা; পুরোহিত সৌম্য মন্দিরের সিংহদ্বার হইতে সমাগত জনতার মস্তকে শান্তিজল বর্ষণ করিতেছিল, বিলম্বিত লয়ে ঘণ্টা বাজিতেছিল। নাটমন্দিরের প্রাঙ্গনে সুসজ্জিতা দেবদাসীগণ অপেক্ষা করিতেছিল নৃত্যারম্ভের সঙ্কেত ধ্বনির জন্য। দূরে একটি আসনে অরূপ বসিয়া আছে। সকলেই অপেক্ষা করিতেছিল উৎসব আরম্ভের

কানাই। এইখানে বসে থাক্ চুপ ক'রে। একটু পরেই দেখ্‌বে—নগরের শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী অলকানন্দা এখানে নাচ্‌তে আস্‌বেন।

অরূপ। তা' এখানে আমাকে নিয়ে এলে কেন কানাই! আমি থাকি—নগরের বাইরে দূরে—জন-কোলাহল থেকে স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসিত।

সেখান থেকে আমায় টেনে আন্‌লে কি একজন নটিব নাচ দেখাতে ?

কানাই। না কবি, এমন কথা তুমি বোলোনা। তুমি দেখনি আমাদের অলকানন্দাকে—তাই একথা বল্‌তে পাব্‌ছো। আগে দেখ তাকে, দেখ তার নাচ, পরে তুমি আমায় যা বল্‌বে আমি শুন্‌বো।

অরূপ। তাই হোক্ কানাই। তিনি কখন আস্‌বেন ?

কানাই। কে ?

অরূপ। তোমাদেব অলকানন্দা।

কানাই। একটু পরেই। আগে হবে মন্দিরেব সেবিকা অনুশীলাব কীর্ত্তন, পবে হবে এই সব দেবদাসীদেব নাচ, তারপরে আস্‌বেন—অলকানন্দা। বছরেব মধ্যে এই একদিন তিনি মন্দিবে এসে তাঁর নৃত্য দিয়ে লীলাবতীপুরের জনসাধারণকে আনন্দ দান করেন। অন্যদিনতো তাঁর দেখা পাওয়া যায় না। তুমি বসো।

কানাইয়ের প্রস্থান। ঘণ্টা বাজিতেই অনুশীলা কীর্ত্তন গাহিতে আরম্ভ কবিল। ভক্তগণ স্তব্ধ হইয়া সেই গান শুনিতে লাগিল। গান শেষ হইয়া গেলে দেবদাসীগণ নাচিতে সুরু করিল, খোল করতালের ধ্বনিতে নাট-মন্দির মুখর হইয়া উঠিল। নাচ শেষ হইয়া গেলে জনতার মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠিল। সৌম্য পুরোহিত মন্দির দ্বারে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন

সৌম্য। আপনারা স্থির হ'য়ে বসুন, নগরের শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী অলকানন্দা এইবার তাঁর নৃত্য প্রদর্শন করবেন। অলকানন্দা লীলাবতী-পুরের সম্পদ, শুধু তাঁরই জন্য বছরের এই একটি দিনে লীলাবতী-পুরের বুকে বহু রাজা, শিল্পী, মনিষী ও কবির চরণ চিহ্ন পড়ে। আপনারা তাকে আশীর্ব্বাদ করুন সে যেন সুদীর্ঘ জীবন লাভ করে। আজকের উৎসবের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে— আমাদের প্রধান অতিথিরূপে আজ উৎসবে উপস্থিত থাকবেন। মায়াপুরের অধিপতি মহারাজ উগ্রসেন। তিনিও আমাদের মহারাজ চণ্ডকৌশিকের সঙ্গে এখনি সভায় উপস্থিত হবেন।

জনতার মধ্যে আবার গুঞ্জন উঠিল। একটু পরেই সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন মহারাজ চণ্ডকৌশিকের সহিত মহারাজ উগ্রসেন। জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল

জনতা। মহারাজ চণ্ডকৌশিকের জয় হোক।

চণ্ডকৌশিক জনতাকে নমস্কার করিলেন

জনতা। মহারাজ উগ্রসেনের জয় হোক।

উগ্রসেনও নমস্কার করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। নৃত্য আরম্ভ হইল। নৃত্য শেষে দেবদাসীগণ বসিয়া পড়িল। হঠাৎ একটা ঘণ্টা পড়িতেই দেখা গেল মন্দিরের দ্বারদেশে অলকানন্দা দাঁড়াইয়া, উজ্জ্বল আলো

তাহার মুখে পড়িল। জনতার দিকে সহাস্যমুখে চাহিতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল অরূপের উপর। ধীরে ধীরে তাহার হাসি মিলাইয়া মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। দৃষ্টি সেখান হইতে সে সরাইতে পারিতেছিল না। মহারাজ চণ্ড কৌশিক ডাকিলেন

চণ্ড। অলকানন্দা!

অলকা। (চমকিয়া) মহারাজ!

চণ্ড। নেমে এস। সকলে তোমার অপেক্ষা করছেন।

অলকা। যাই মহারাজ।

ভূমিষ্ঠ হইয়া রাধারমণকে প্রণাম করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। তারপর নৃত্য আরম্ভ করিল, প্রথমে দেব-দাসীদের সঙ্গে পরে একা। অনেকক্ষণ ধরিয়া নৃত্য চলিল। পরে নাচ শেষ হইয়া যাওয়া মাত্র ষ্টেজের মধ্যে ছুটিয়া প্রবেশ করিলেন আন্টি। তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিলেন

আণ্টি। ওয়েলডন্ কিটি ওয়েলডন্। বড় ভাল নেচেছ, আর মলয় তোমারও—

উইংসের পাশে অনেকগুলি মাথা বাহির হইয়া পড়িল। "ও আন্টি" "করছেন কি?" "আন্টি চলে আসুন" "আন্টি"

আর্টি। আঃ! কেন তোমরা গোলমাল করছো?

রিণী। চলে আসুন। ষ্টেজের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন! প্লে হচ্ছে যে!

আর্টি। (অডিটোরিয়ামের দিকে চোখ পড়িতেই) Oh my Lord।
I am sorry gentlemen I am very sorry!

দ্রুতবেগে ভিতরে প্রস্থান করিলেন।
সৌম্য পুরোহিত ঘোষণা করিলেন]

সৌম্য। নর্ত্তকী অলকানন্দার নৃত্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আজকের মত মন্দিরের উৎসব শেষ হ'ল।

মহারাজ চণ্ড কৌশিক ও উগ্রসেন আসন হইতে নীচে নামিলেন। জনতা একে একে রাধারমণকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। মহারাজ চণ্ড কৌশিক উগ্রসেনকে সঙ্গে করিয়া অলকানন্দার নিকটে আসিলেন। তারপর ডাকিলেন

চণ্ড। অলকানন্দা!

অলকা। মহারাজ!

চণ্ড। এঁকে প্রণাম করো। ইনি আমার পরম বন্ধু মায়াপুরের অধিপতি মহারাজ উগ্রসেন।

অলকা। দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন মহারাজ।

উগ্র। তোমার নৃত্যে আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। যদি সুযোগ পাই তবে তোমাকে আমার রাজ্যে নিয়ে গিয়ে আমার রাজ অন্তঃপুরিকাদের তোমার নৃত্য দেখাব।

অলকা। আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পার্‌লে আমি সুখী হতাম মহারাজ, কিন্তু আমি তো অন্য কোথাও নাচিনে।

উগ্র। কোথাও না?

অলকা। কোথাও না।

উগ্র। তুমি আমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান কর্‌ছো?

অলকা। প্রত্যাখান করার স্পর্দ্ধা নেই—অক্ষমতা জানাচ্ছি।

উগ্র। তোমর স্পষ্ট কথায় আমি আনন্দিত হলাম।

চণ্ড। নর্ত্তকী অলকানন্দা!

অলকা। মহারাজ।

চণ্ড। তুমি আমার রাজ্যের শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী, তোমার প্রতিভা, তোমার লীলায়িত দেহভঙ্গিমা, তোমার সুমিষ্ট ব্যবহার আমার প্রজা-বৃন্দকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। বিশ্বের যত গুণী জ্ঞানী যত প্রাজ্ঞ, তাঁদের স্ব স্ব শিল্পী—(উইংসের দিকে চাহিলেন) একটু জোরে বলাও না হে! পার্ট করছি আমি, আমার এখনো ভাব এলো না—তোমার ভাব এসে গেল!

বল্কল। (নেপথ্যে) তাঁদের স্ব স্ব······

চণ্ড। হ্যাঁ, ওই রকম জোরে জোরে বল। তাঁদের স্ব স্ব শিল্পী সমভিব্যাহারে তোমার নৃত্য দর্শন করে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে—বাবারে বাবা! ভাষা দেখেছ! এসব আমাকে জব্দ কর্‌বার ফন্দী না? করাচ্ছি জব্দ। ওহে! ও প্রম্পটার, এদিকে এস!

উগ্র। করেন কি—করেন কি মহারাজ চণ্ডকৌশিক—প্রম্পটার ডাকছেন কেন?

চণ্ড। আরে রেখে দাও তোমার চণ্ডকৌশিক। কোন ব্যাটা তোমার চণ্ডকৌশিক হে? পার্ট কর্‌বো বলে কি আমায় দিয়ে একটা মজুরের খাটুনি খাটিয়ে নেবে? ও প্রম্পটার!

বল্কলের প্রবেশ

বল্কল। কি বল্‌ছেন?

চণ্ড। কী বল্‌ছেন মানে কি? আগে কী কথা ছিল? সামান্য দু'চার লাইনের পার্ট বলে এই গন্ধমাদন পর্ব্বত আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছো। এই নাও তোমার মুকুট, এই নাও তোমার চুল— এ পার্ট আমি কর্‌তে পার্‌বো না।

ডলি আন্টি সমীবের প্রবেশ

আণ্টি। কি কর্‌ছেন প্রমত্ত বাবু! ছি ছি!

প্রমত্ত। ছি ছি মানে? এত কথা আমি বল্‌তে পার্‌বোনা। পার্ট কর্‌বো বলে কি গোটা দ্বিতীয় ভাগ আমায় দিয়ে বলিয়ে নেবেন?

ডলি। করনা গা। এতগুলো লোক দেখ্‌তে এসেছেন!

প্রমত্ত। (প্রসন্ন হইয়া) কর্‌বো বল্‌ছিস্?

ডলি। হ্যাঁ।

প্রমত্ত। ভাল লাগ্‌ছে তোর?

ডলি। ভীষণ।

প্রমত্ত। আগে বলিস্‌নি কেন? তা'হলে বলাও তো হে? (মুকুট ও চুল পরিল, সকলে চলিয়া গেল) রাধারমণের আশীর্ব্বাদে তুমি সুদীর্ঘ জীবিনী হ'য়ে আপন প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় জগৎকে প্রদান

কর, এই আমার কামনা। আসুন মহারাজ উগ্রসেন। আরতো বেশী ছিল নারে দাদা!

দুইজনে চলিয়া গেলেন। একটি একটি করিয়া মন্দিরের বাতি নিভিতে লাগিল। নাটমন্দির অন্ধকার হইয়া গেল এবং চাঁদের আলো আসিয়া পড়িল। সৌম্য নামিয়া আসিলেন

সৌম্য। তুমি কি এখন এখানে একটু একা থাকতে চাও মা?

অলকা। হ্যাঁ প্রভু। আপনি মন্দিরের দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে যান, আমি উদ্যান দিয়ে বাড়ী যাব।

সৌম্য। সঙ্গে কি রক্ষীর ব্যবস্থা করবো?

অলকা। না প্রভু, আমার দু'জন ভৃত্য দ্বারদেশে অপেক্ষা করছে। আর আপনি তো জানেন, আজকের দিনে আমি বাড়ী থেকে মন্দিরে—হেঁটে আসি!

সৌম্য। জানি মা! আচ্ছা আমি চল্‌লাম।

অলকা প্রণাম করিল

সৌম্য। চির জীবিনী হও।

চলিয়া গেলেন

নাটমন্দির অন্ধকার হইয়া গেল। পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। বসিয়া রহিল শুধু অলকানন্দা আর অরূপ। অরূপ বসিয়া আছে যেন বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত। অলকানন্দা সেইদিকে অগ্রসর হইয়া নতজানু হইয়া বলিল

অলকা। হে সুন্দর! আপনি কে?

অরূপ। আমি অরূপকুমার।

অলকা। কবি অরূপকুমার!

অরূপ। হ্যাঁ।

অলকা। আমার মহা সৌভাগ্য, আজ আপনার মত কবিকে আমি দর্শক-রূপে পেয়েছি। কিন্তু উৎসব শেষ হ'য়ে গেছে, এখনও আপনি বসে আছেন কেন?

অরূপ। আবিষ্ট হ'য়ে ভাবছিলাম আমাদের মধ্যে কে বড়? যে রচনা ক'রে কথা দিয়ে ছন্দের মালা, না যে গাঁথে দেহ দিয়ে ছন্দের মালা!

অলকা। আমার নাচ কেমন লাগ্‌লো?

অরূপ। অপূর্ব্ব। মানুষের পাপ-পুণ্য-লোভ-মোহের সীমা অতিক্রম ক'রে তুমি নব নব লীলায় দেহকে লীলায়িত করে তুলেছিলে, কখনো মধুর বেদনায়, কখনো সুতীব্র উল্লাসে। তোমার এই তনুতীর্থের সান্নিধ্যে আজ আমি ধন্য।

অলকা। অমন কথা বোলোনা কবি—শুন্‌লে আমার পাপ হবে। তোমার কাব্য, তোমার সঙ্গীত—এ অঞ্চলের সকল লোকের মুখে মুখে। কিন্তু তুমি আত্মগোপন করে থাকো কেন, সাধারণকে দেখা দিয়ে তাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন নিজের হাতে গ্রহণ করোনা কেন?

অরূপ। জনতাকে আমি ভয় করি। তোমার আমার দৃষ্টি-বিনিময়ে যা সঙ্গীত, জনতার মাঝে তা সংগ্রাম। তাই নিজেকে নিয়ে আমার নির্ব্বান্ধব কুটিরে আমি ভাল থাকি।

অলকা। কতদিন ভেবেছি তোমার কথা, কতদিন মনে হয়েছে,—যাই শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীর অহঙ্কার চূর্ণ ক'রে দিয়ে আসি শ্রেষ্ঠ কবির চরণতলে। কিন্তু যা আমি পারিনি, তাই রাধারমণ আজ সম্ভব করিয়েছেন। তোমার চরণ দু'খানি টেনে এনেছেন আমার প্রণামের সীমার মধ্যে। বলো কবি! আমি কী ক'রে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা তোমাকে জানাবো! আমি নটী, নাচ ছাড়া আরতো আমার কিছু সম্বল নেই।

অরূপ। নাচো তুমি। আমাদের পরিচয়ের স্মৃতি আজ অক্ষয় হয়ে যাক্—তোমার তনুর বঙ্কিম বিন্যাসে। কিন্তু সঙ্গীত?

অলকা। তোমার কণ্ঠে জাগিযে তোলো সঙ্গীত। কণ্ঠের সঙ্গীত আর দেহের সঙ্গীত, এই দুটি মূক আব মুখর সত্ত্বা—মিশে গিয়ে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে—হোক অন্তরঙ্গতম।

অরূপ। তাই হোক—অলকানন্দা—তাই হোক!

অরূপ গান গাহিতে লাগিল, অলকানন্দা নাচিতে আরম্ভ করিল।

আমার গানের ছন্দ বাজুক
তোমার নূপুরে
দেহ দীপের জ্বলুক শিখা—

'শম' পডিবার সঙ্গে সঙ্গে অলকানন্দা একটি অপরূপ ভঙ্গীতে অরূপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

কানাই প্রবেশ করিল

কানাই। কবি! কবি! বাড়ী যাবে না? যা ভেবেছি তাই—একদম ইহকাল পরকাল ভুলে বসে আছে। ও কবি! রাত্তির যে অনেক হয়েছে, বাড়ী যাবে না?

অরূপের যেন চমক ভাঙ্গিল

অরূপ। কে! কানাই।

কানাই। যা হোক তবু শুন্‌তে পেয়েছ! বলি বাড়ী যাবে না?

অরূপ। যাবো। কিন্তু কানাই, স্বর্গকে তুমি পৃথিবীর ধূলায় নামিয়ে আন্‌তে পারো—এত বড় তোমার ক্ষমতা। কে তুমি?

কানাই। বেশ যাহোক। এত রাত্তিরে আমি এলাম তোমার উপকার কর্‌তে—তোমার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবো, তুমি কোথায় আমায় ধন্যবাদ জানাবে, না চোখ পাকিয়ে বলছো—কে তুমি?

অরূপ। না না কানাই আমাকে ভুল বুঝো না। তুমি আমাকে যা দেখিয়েছ—তার জন্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। অলকানন্দার নৃত্য আমার জীবনে একটি মূল্যবান সম্পদ হ'য়ে রইল। যতটুকু সময় এখানে কাটালাম, যা যা দেখলাম, এই সুর, এই সঙ্গীত, এই নৃত্য সবই যেন আমার অপার্থিব বলে মনে হচ্ছে।

কানাই। নাচটা অপার্থিব হোক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু পার্থিব খাওয়া দাওয়ার কথা ভেবে এখন বাড়ী চল। নর্ত্তকী অলকানন্দার বাড়ী আমি চিনি, নিশ্চয় আর একদিন তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বো।

অলকা। বালক! তুমি কে?

কানাই। ব্যস! এ যদি থামলো তো তুমি আরম্ভ করলে? আমি কানাই!

অলকা। তোমার সত্যকার পরিচয় কি?

কানাই। সত্যকার পরিচয় আব মিথ্যেকার পরিচয় দুটো আলাদা নাকি? আমি বাপু অতশতো জানিনে। আমি জানি আমার নাম কানাই, দাদার নাম বলাই, কবির নাম অরূপ আর তোমার নাম অলকানন্দা। চল কবি!

অরূপ। যাই, অলকানন্দা!

অলকা। এসো কবি।

অরূপ। তোমার প্রয়োজনের ক্ষণে স্মরণ করো, যেখানে থাকি ছুটে আসবো।

অলকা। আচ্ছা! কানাই, পাবতো কবিকে আমার প্রয়োজনের ক্ষণে?

কানাই। বারে! তার আমি কী জানি?

অলকা। না, তুমি কথা দাও।

কানাই। বাবারে বাবা—আচ্ছা কথা দিলাম। হ'লতো? চল কবি চল!

কবি উঠিয়া দাঁড়াইল। অলকা তাহাকে প্রণাম করিল

অলকা। আর আমার কোন দুঃখ নেই। তোমার পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে নর্ত্তকীর প্রাণ। তাকে তুমি পায়ে পায়ে বয়ে নিয়ে যাও তোমার কুটিরে। তারপর তাকে তুলে রাখ—ফেলে দাও—ভেঙ্গে ফেল—যা তোমার ইচ্ছে। আমি শুধু আজ শ্রেষ্ঠ কবির পায়ে

উজাড় করে দিলাম শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীর সকল গর্ব্ব—সকল অহঙ্কার। যাও কবি, রাত্রি গভীর হয়েছে।

সজল চক্ষে অরূপ বিদায় গ্রহণ করিল তাহার পিছনে পিছনে কানাই। অলকানন্দা একটি নিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর নিজের মনেই কহিল

অলকা। কী রূপ! কী কণ্ঠ! কী শৌর্য্য! কী ঔদার্য্য। শ্রেষ্ঠতার গর্ব্ব যেন মালা হ'য়ে ওর গলায় দুল্‌ছে। আমার সকল সাধনা আজ যেন ওই প্রতিভার মহাসমুদ্রে স্নান ক'রে ধন্য হ'ল। রাধারমণ, এবার দাসীকে বিদায় দাও, রাত্রি গভীর হয়েছে।

রাধারমণকে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া যাইবে, এমন সময় দূরে ভীষণ গোলমাল। অলকানন্দা ফিরিয়া আসিল

অলকা। ওকি! কিসের কোলাহল! রাজ প্রাসাদের দিক থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এই গভীর রাত্রে……নাঃ জানতে হ'ল।

রাজ-সচিবের প্রবেশ

রাজা-স। এই যে মা অলকানন্দা!

অলকা। কী হয়েছে প্রভু! রাজ প্রাসাদে কি কোনরকম অসুবিধা ঘটেছে?

রাজ-স। না মা, রাজা এবং রাজপরিবার কুশলেই আছেন।

অলকা। তবে কিসের ওই কোলাহল?

রাজ-স। কোলাহল উত্তেজিত জনতার।

অলকা। এই গভীর রাত্রে জনতার উত্তেজিত হ'বার কী কারণ ঘটলো প্রভু?

রাজ-স। মায়াপুরের মহারাজ উগ্রসেনের প্রস্তাবই এই উত্তেজনার লক্ষ্য।

অলকা। মহারাজ উগ্রসেন! তিনি এমন কী প্রস্তাব করেছেন প্রভু, যার জন্য আমাদের প্রজারা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে!

রাজ-স। সে কথা তোমার শোন্‌বার প্রয়োজন নেই—অলকানন্দা, রাত্রি তৃতীয় যাম উত্তীর্ণ প্রায়, তুমি ফিরে যাও।

অলকা। না প্রভু, আবতো আমার ফিরে যাবার উপায় নেই। যে কারণে লীলাবতীপুরের প্রজাবৃন্দ আজ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, মহারাজ উগ্রসেনের সেই প্রস্তাব আমারও শোনা প্রয়োজন।

রাজ-স। তবে শোন অলকানন্দা, মহারাজ উগ্রসেন প্রথমে প্রস্তাব করেছিলেন পাঁচকোটি স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে তোমাকে বিক্রয় কর্‌তে। আমাদের মহারাজ ঘৃণার সঙ্গে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অনন্যোপায় উগ্রসেন পুনরায় প্রস্তাব করেন—তোমাকে দান কর্‌তে, অন্যথায় তিনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন—এই ভয় দেখান। মহারাজ এবং আমাদের প্রজাগণ—যুদ্ধই বেছে নিয়েছেন, তবু তোমাকে দান করতে স্বীকৃত হয়নি।

অলকা। মহারাজ উগ্রসেন এখন কোথায়?

রান-স। তিনি আমাদের প্রাসাদে অবস্থান করছেন। আগামী কল্য প্রাতঃকালেই স্বরাজ্যে ফিরে গিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

অলকানন্দা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কিছুক্ষণ কী ভাবিল। পরে মুখ তুলিয়া রাজ সচিবকে কহিল

অলকা। আমি আপনাদের যুদ্ধ করতে দেবোনা।

রাজ-স। সেকি! অলকানন্দা!

অলকা। হ্যাঁ প্রভু। একজন সামান্যা নর্ত্তকীর মান আর প্রাণ এমন কিছু বড় নয়, যে তাকে রক্ষা করতে রাজ্যের এত প্রাণ, এত অর্থ নষ্ট করতে হবে। আমি উগ্রসেনের দৃষ্টি থেকেই বুঝেছিলাম আমার এই দেহ তাঁর লক্ষ্য। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আপনি প্রাসাদে গিয়ে মহারাজ উগ্রসেনকে এইখানেই পাঠিয়ে দিন। শুধু একটি কথা তাঁকে বলবেন যে অলকানন্দা অনুরোধ করেছে এই নাট মন্দিরে তাঁকে একা আসতে হবে। আমি রাধারমণের নামে শপথ ক'রে বলছি,—তাঁর প্রাণের কোন আশঙ্কা নেই।

রাজ-স। বেশ, আমি আমাদের মহারাজকে গিয়ে বলছি।

অলকা। না-না আমাদের মহারাজকে বলবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি অতি গোপনে রাজা উগ্রসেনকে এইখানেই পাঠিয়ে দিন। আর আমি জানি উগ্রসেন সুরাপানে অভ্যস্ত, অতএব সুরার উপকরণও পাঠাবেন।

রাজ-স। কিন্তু—

অলকা। প্রতিবাদ করবেন না প্রভু! আমি যা করছি তাতে রাজ্যের সকলের মঙ্গলই হবে। দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন প্রভু।

রাজ-স। জয়যুক্তা হও!

রাজ সচিব চলিয়া যাইতেই অলকা হাত জোড় করিয়া বলিল

অলকা। রাধারমণ! দাসীর কর্ত্তব্য যখন দীর্ঘ করলে, তখন তা সম্পন্ন করবার মত বল বুকে দাও। আমি যেন নির্ব্বিঘ্নে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে পারি। আজ বুঝি তোমার ইচ্ছে হয়েছিল সারা রাত্রি উৎসব করতে! তাই দাসীকে আর ছুটি দিলেনা! তাই হোক্। তবে ক্লান্ত অঙ্গে আবার বল সঞ্চার করো প্রভু, জাগিয়ে তোলো শিথিল দেহে মনে চেতনার নব নব স্পন্দন। রাত্রি শেষ হবার পূর্ব্বেই যেন নৃত্য শেষ করতে পারি!

ভৃত্য আসিয়া সুরার উপকরণ ও গালিচা বালিশ দিয়া গেল। মহারাজ উগ্রসেন প্রবেশ করিয়া কহিলেন

উগ্র। নর্ত্তকী অলকানন্দা!

অলকা। মহারাজ।

উগ্র। আমি তোমার সঙ্কল্প শুনে প্রীত হয়েছি। সত্যইতো তোমার জন্য কেন হবে এত লোকক্ষয়!

অলকা। আসন পরিগ্রহ করুন মহারাজ।

উগ্র। চলো আমরা এখনই প্রস্থান করি।

অলকা। কোথায়?

উগ্র। আমার রাজ্যে!

অলকা। না মহারাজ। আমাদের রাধারমণের আতিথ্য স্বীকার ক'রে আপনি যে প্রস্তাব করেছেন—রাধারমণের সাক্ষাতেই সে কার্য্য সমাধা হবে। আপনি চেয়েছেন আমার দেহ—এই নাট-মন্দিরেই আপনি তা পাবেন!

উগ্র। বেশ।

অলকা। সুরাপান করুন মহারাজ। আমি নৃত্য দিয়ে আপনার মনের পরিতুষ্টি সাধন করি!

রাজা সুরাপান করিতে লাগিলেন, অলকানন্দা নাচিতে লাগিল, আর মনে মনে বলিতে লাগিল

অলকা। কানাই! এই তো আমার প্রয়োজনের ক্ষণ উপস্থিত, তোমার কথা রাখো—কবিকে এনে দাও...আমার কবিকে এনে দাও!

উগ্র। এস অলকানন্দা, একটু সুরাপান করো! নৃত্যে তোমার প্রাণ নেই, প্রাণ দাও—প্রাণ দাও! এমন নাচ নাচো—যা দেখে শিরায় শিরায় রক্তস্রোত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

অলকা। পূর্ণিমার শেষ-রাত্রের ক্লান্ত চাঁদকে পূর্ব্বদিগন্ত আলো করবার ভার দেবেন না মহারাজ, তার তখন পশ্চিম দিগন্তে অন্তিম আলোর সমারোহ! কই, দিন সুরা!

রাজার হাত হইতে পাত্র লইয়া পান করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের বিষ-অঙ্গুরীয়কে চুম্বন করিতে লাগিল। পরে হঠাৎ উদ্দাম নৃত্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে নাচের ছন্দ কাটিয়া যাইতে লাগিল, নর্ত্তকীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইতে সুরু করিয়াছে। সে টলিতে টলিতে তাল ঠিক রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল

অলকা। কানাই···আমি তো ভুল দেখিনি···কই তুমি তোমার কথা রাখলে ভাই?

নেপথ্যে শোনা গেল—কানাইয়ের কণ্ঠ

নেপথ্যে কানাই। ও কবি! দৌড়ে এস—দৌড়ে এস—দেরী করলেই খেলা শেষ হ'য়ে যাবে!

অলকা। কানাই! কবি কোথায়? কবি?

কানাই ও অরূপের প্রবেশ

অরূপ। অলকানন্দা!

অলকা। কবি!

অরূপ। তুমি নাকি এই মূর্খ রাজাকে দেহ-দান করছো?

অলকা। হ্যাঁ। আমার এই দেহদান উৎসবে সাক্ষী থাকবে তুমি। তুমি হবে পুরোহিত এই উৎসবের। উৎসব শেষে আমার এই দেহ তুমি নিজের হাতে অর্ঘ্য দিও, ওর ওই প্রদীপ্ত কামানলে!

অরূপ। তুমি যে কথা বলতে পারছো না অলকানন্দা, তোমার তাল কেটে যাচ্ছে—তুমি টলে টলে পড়ছো। কী হয়েছে—অলকানন্দা —কী হয়েছে?

অলকা। আমি বিষ খেয়েছি। বিষের ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে আমার সর্ব্বাঙ্গে। একটু পরেই আমার এই নর্ত্তকী জীবনের উপর যবনিকা পড়বে। কবি!

অরূপ। কী সর্ব্বনাশ করেছ তুমি অলকানন্দা!

অলকা। ঠিক করেছি—আমি ঠিক করেছি। একটা অনুরোধ রাখবে —কবি?

অরূপ। বলো!

অলকা। আমার নাচের শক্তি এখনো শেষ হয়ে যায়নি কবি। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষ উজ্জ্বল শিখার মত আর একবার প্রাণ দিয়ে—আমার সমস্ত চেতনা দিয়ে—আমি নাচতে চাই। একটা গান গাইবে?

অরূপ। গান?

অলকা। হ্যাঁ, আমার নামের একটা গান। আমার নামকে গান দিয়ে জড়িয়ে রাখ তোমার কণ্ঠে, নইলে আমার নামতো তোমার মনে থাকবে না। কাণে কাণে শোনাতো হ'ল না—তাই গানে গানে ডাকো আমার নাম। ডাকো কবি—ডাকো—

অরূপ গান ধরিল, অলকার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে প্রাণপণ শক্তিতে নবোদ্যমে নাচিতে সুরু করিল।

গান

আমার গানের ছন্দ বাজুক
তোমার নূপুরে হে অলকানন্দা
দেহ দীপের জ্বলুক শিখা আমার সুরে সুরে
হে মোর মধু ছন্দা হে অলকানন্দা
আমার ধূপের গন্ধ গানে কোন অমরার স্বপ্ন আনে
বন্দনাতে ফোটাও তুমি মনের নিশি গন্ধা
হে অলকানন্দা

তুমি আর আমি

নৃত্যে তোমার প্রণাম ঝরে প্রেমের পূজারিনী
কোন দেবতার প্রসাদ তুমি হায় গো বিরহিনী
তোমার দেহের এই আরতি
নৃত্যে রচে তার প্রণতি
তোমাব লীলায় তাবার মালায়
জ্বালে এ কোন সন্ধ্যা
হে অলকানন্দা

ধীরে ধীরে নর্ত্তকীর চরণ শিথিল হইয়া গেল, এবং নাচিতে নাচিতে সে কবির কোলে মাথা রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। কবির দুই চোখে জল, কণ্ঠে গান। সে গাহিতে গাহিতেই অলকানন্দার দেহ তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাজা উগ্রসেন লোভার্ত্তের মত হাত পাতিলেন কিন্তু দেখিতে দেখিতে তিনি হাঁটু পাতিয়া বসিলেন এবং তাঁহার দান গ্রহণের অঞ্জলি প্রণামের অঞ্জলিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। মৃদু ও করুণ ঝঙ্কারের মধ্যে শেষদৃশ্য নামিতে লাগিল।

দুই

গ্রীণরুম।

দ্রুতপদে আন্টি, সমীর, শতদল মলয়ের প্রবেশ

শত। এখানেই মালা বদলের সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি। একটু চুপ করে বসুন আণ্টি, এক্ষুনি ওরা সব এসে পড়বে! আজ দিনটাও ভাল। অমাবস্যা মঘা তেরস্পর্শ সব এক সঙ্গে পড়েছে।

আণ্টি। My Goodness. শেষকালে সত্যই কি সমীরের সঙ্গে—

শত। উপায় কি? গল্প শুনেছি, অনেকে বিপদে পড়লে নব্বুই বছরের বুড়োকেও বিয়ে করে। সমীরতো ছেলে মানুষ।

আণ্টি। আচ্ছা কোন রকমে কী এর একটা ব্যবস্থা করা যায় না শতদল?

শত। নাঃ। কিটি। মালা নিয়ে এস।

কিটির প্রবেশ]

কিটি। এই যে মালা। কাকে দেব?

শত। প্রার্থীর অভাব নেই। তবে—

কিটি। ইস্।

শতদল নিজের কপালে ঘা মারিল

সমীর। আমাকে ধরে বেঁধে এমনভাবে বলি দেওয়া কি তোমাদের উচিত হচ্ছে ভাই? একটা পাঁঠারও স্বাধীন ইচ্ছে থাকে, আর আমার—

মলয়। (মৃদুকণ্ঠে) তুমি পাঁঠারও অধম। নইলে ফার্ষ্ট এপ্রিল করতে আণ্টির ঘরে গিয়ে ঢোকো ? ধর মালা—বোস্ এইখানে—

শত। এস আমরা চিয়ার্স দিয়ে এঘর থেকে সরে যাই। কারণ মাল্য দানের মুহূর্ত্তটি নিভৃত হওয়া দরকার। Three cheers for auntie-samir Hip Hip Hip—

সকলে। Hurrah !

সকলে চলিয়া গেল। আণ্টি ও সমীর দুই গাছি মালা হাতে করিয়া বিপরীত দিকে মুখ করিয়া বসিলেন। চোখাচোখী হইতেই দুই জনে কাঁদিয়া উঠিলেন

আণ্টি। আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে তোমাকে মালা দিতে পারবো না সমীর। তোমার গলাটা পেছন থেকে এগিয়ে আনো, আমি মালা তোমার গলায় ফেলে দিচ্ছি !

সমীর। (কাঁদিয়া) আপনিও গলাটা এগিয়ে আনুন আণ্টি !

উভয়ে হাত তুলিতেই প্রবেশ করিল প্রমত্ত। সে হন্ত দন্ত হইয়া কহিল

প্রমত্ত। যা ভেবেছি তাই। ডলি আবার কোথায় পালিয়েছে, এ আবার কি সং রে বাবা ! ও মশায় শুনছেন ? ও মশায় !

তাহাদের মাঝে গলাটা আনিলে দুই গাছি মালা তাহার গলায় পড়িল। আণ্টি ও সমীর ফিরিয়া চাহিয়া আবার হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ডলির প্রবেশ

ডলি। (কাঁদিয়া) হ্যাঁগা ! একি ! বুড়ো বয়সে একী সর্ব্বনাশ করলে তুমি আমার ! মাসীমা গো আপনার মনে এই ছিল !

প্রমত্ত। (কাঁদিয়া) ডলিরে ! আমাকে না বলে না কয়ে টপাস্ করে মালা দুটো আমার গলায় ফেলে দিলে। ওরে তুই যে আমার শিবরাত্তিরের সল্‌তে। ধর্ ! একটা মালা তুই নে। (ডলির গলায় পরাইয়া দিল) আর এই কারবারে থেকে কাজ নেই। বাড়ী চল্। আমরা আলাদা ঠিয়াটার করবো !

ডলি। তুমি আর আমি ?

প্রমত্ত। হ্যাঁ।

আণ্টি। My Goodness, Smelling salt.

হৈ হৈ করিয়া ঘরের মধ্যে অন্যান্য ছেলে মেয়েরা ঢুকিয়া পড়িল। কিটি আণ্টিকে ও মিলি সমীরকে স্মেলিং সল্ট শুঁকাইতে লাগিল

ইতি